জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৫ • ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ২১ ভাদ্র ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 105 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 7 SEPTEMBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

লালকেল্লায় চুরি

লালকেল্লা থেকে উধাও ৭৫০ গ্রাম সোনা, হিরে-পান্না খচিত বহুমূল্যের কলস। যার বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ১ কোটি টাকা। ঘটনাটি জৈন সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় আচার পালনের সময় ঘটেছে

দক্ষিণে হলুদ সতর্কতা

রাজ্যে ঢুকছে প্রচুর জলীয় বাষ্প। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা

মুম্বই উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার অভিযুক্ত

নদিয়ায় শিশু খুন, গণপ্রহার দম্পতিকে, হাসপাতালে মৃত্যু

৩৫,৭২৬ শূন্যপদ ■ নবম-দশমের পর ১৪ তারিখ একাদশ-দ্বাদশ

এসএসসি পরীক্ষায় আজ ৩,১৯,৯১৯ পরীক্ষার্থী

এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার।

নিয়মাবলি

- প্রশ্নপত্রে এক ধরনের কিউ আর কোড থাকবে। কেউ ছবি তুলতে চাইলে তা ধরে ফেলবে এসএসসি
- পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করানোর আগে তল্লাশি করা হবে। মহিলাদের জন্য আলাদা এনক্লোজার
- পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড এবং পেন নিয়ে প্রবেশ করবেন। পেন না থাকলে পরীক্ষাকেন্দ্রে দেওয়া হবে
- পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড বাধ্যতামূলক
- উত্তরপত্রে নিজের নাম, রোল নম্বর লিখবেন পরীক্ষার্থীরা। এক থেকে পাঁচ নম্বর পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় উত্তরপত্র বাতিল করে দেওয়া হবে
- যাঁরা গার্ড দেবেন তাঁরা হেড ইনচার্জের অফিস পর্যন্ত মোবাইল নিয়ে যেতে পারবেন
- পরীক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। তার নম্বর দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে
- নিজের ফটো আইডি কার্ড ছাড়া কোনও কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে না
- অ্যাডমিট কার্ডে ছবি বা স্বাক্ষরে সমস্যা থাকলে নিজের ফটো আইডির একটি অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি নিতে হবে। সেটা পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা থাকবে

প্রতিবেদন : আজ এসএসসি নবম-দশমের নিয়োগের পরীক্ষা। আদালতের নির্দেশ মেনেই পরীক্ষা নিচ্ছে এসএসসি। এই বছর নবম-দশমের জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ১৯ হাজার ৯১৯ জন। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। ইতিমধ্যেই কমিশনের তরফে যেমন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তেমনই প্রশাসনও তৈরি রয়েছে কোমর বেঁধে। বাড়তি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিকে পরীক্ষা নিয়ে ফের নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু শুরুর আগেই তাদের সব চক্রান্ত বানচাল করেছে পুলিশ প্রশাসন।

রবিবার সকাল ৯টা থেকে প্রথম মেট্রো চলতে শুরু করবে। মোট ১৩০টি মেট্রো চলবে এই লাইনে। আট মিনিট অন্তর মিলবে পরিষেবা। গ্রিন লাইনে ১৫ মিনিট অন্তর পরিষেবা পাওয়া যাবে। চলবে ১০৪টি মেট্রো।

পরীক্ষা শুরুর আগে ও শেষে গড়ে ২০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট অন্তর একটি করে বাস চালাতে হবে। রেল স্টেশনের কাছাকাছি পরীক্ষাকেন্দ্র থাকলে সেখানেও বাসের সংখ্যা বাড়াতে বলা হয়েছে।

পরীক্ষার একদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিরাপত্তার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে দেন বোর্ডের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। প্রশ্নফাঁসের চক্রান্ত রুখতে এবার আরও কড়া স্কুল সার্ভিস কমিশন।

দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। পৌনে ১২টা নাগাদ প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হবে। ১২টার সময় মুখবন্ধ খামে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র এবং ওএমআর শিট দুটোই একসঙ্গে হাতে পাবেন।

এদিকে, প্রশাসনও যথেষ্ট সজাগ এই পরীক্ষা নিয়ে। মুখ্যসচিব ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছেন। প্রত্যেকটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছতে কোনওরকম সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়াতেও বলা হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী (এরপর ১১ পাতায়)

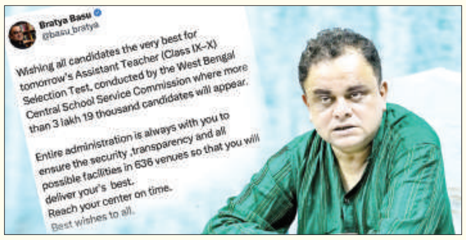

সমস্ত পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রশাসন সঙ্গে রয়েছে। ৬৩৬টি কেন্দ্রে সবরকমের সুবিধা থাকছে।

বৈঠক সারলেন মুখ্যসচিব

শনিবার বিকেলে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। জেলা প্রশাসনকে পরীক্ষা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন এবং কমিশনের গাইডলাইন মেনে তা করতে বলা হয়েছে। আজ প্রশাসনকে রাস্তায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলার বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন। অসুবিধা খতিয়ে দেখে সমন্বয় সুষ্ঠু করার উপর জোর দিয়েছেন।

তৈরি পুলিশ : জয়েন্ট সিপি

যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর) মিরাজ খালিদ জানিয়েছেন, প্রত্যেক সেন্টারে ৬-৭ জন পুলিশকর্মী থাকবেন। একজন সার্জেন্ট সেন্টারের চার্জে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে এএসআই ও কনস্টেবলরা সাহায্য করবেন। ডিসিদের অ্যালার্ট করা হয়েছে। শীর্ষ আধিকারিকরা রাউন্ডে দেবেন। কোথাও কোনও অসুবিধা হলেই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন।

বিকল্প বাস : পরিবহণমন্ত্রী

এসএসসি পরীক্ষার জন্য পরিবহণ দফতর সবরকমভাবে তৈরি। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে বলা হয়েছে। সমস্ত আরটিও-কে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও বাস বিকল হয় বা অন্য কোনও সমস্যা হয়, তবে বিকল্প বাসের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সম্পদ

তোমার চোখের জলের সম্পদ
দাও, আমাকে দাও
ও যে বড্ড দামি সবার থেকে
ঝরতে দিও না, যত্ন নাও।
তোমার চোখের ঝরা জল
আমার হৃদয়ে আলোকিত
তোমার উপলব্ধির অনুভব
সারা পৃথিবীতে আলোড়িত।
তোমার শিহরনের ঝড়ে
প্রকৃতি মাতা উদ্ভাসিত
তোমার উত্তাল চোখের মণি
স্বপ্নভোরে উচ্ছ্বসিত।
তোমার একফোঁটা চোখের জল
মাটিতে মুক্তো ফলায়
তোমার চোখের চাউনি
সোনালি স্বর্গ ধরায়।
তোমার চোখের পাতায় পাতায়
হাজার তারার আলো
তোমার হিল্লোলিত চেতনার মাধুর্যে
আমার স্মৃতির আড়মোড়া ভাঙলো।
তোমার-আমার প্রতীক্ষার অবসানে
তুমি ও আমি কে?
আমার প্রিয় বিবেক ও আবেগ—
'তুমি'—মাতৃভূমি যে!

আজ রাতে দেখা যাবে ব্লাড মুন

প্রতিবেদন : দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। রবিবাসরীয় রাতের আকাশে এক বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকবে ভারতবাসী। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের ছোঁয়ায় অতি-পরিচিত রুপোলি চাঁদ হয়ে উঠবে রক্তবর্ণ 'ব্লাড মুন'। আজ, রবিবার রাতের আকাশ আলোকিত হবে সেই রক্তাভ লাল চাঁদের আলোয়। আবহাওয়া ভাল থাকলে গোটা ভারত থেকেই দেখা যাবে এই ঐতিহাসিক দৃশ্য। কখন শুরু হবে এই গ্রহণ পর্ব? বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৫৭ মিনিটে পৃথিবীর ছায়া প্রথমবার (এরপর ১১ পাতায়)

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে শনিবার সংখ্যালঘু সেলের ধরনায় মোশারফ হোসেন, দেবাশিস কুমার, নাদিমুল হক, ফরিদ খান প্রমুখ।

ভোটের পর বিজেপিও যাবে মহাশূন্যে

প্রতিবেদন : বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএমকে এখন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হয়। ২০২৬-এর পর বিজেপিকে দূরবিন কেন, কোনও যন্ত্র দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে না। শনিবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বলে দিলেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিদিন ধরনা-কর্মসূচি চলছে। এদিন সংখ্যালঘু সেলের ধরনা-কর্মসূচিতে উপচে-পড়া ভিড় ছিল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি-সহ নেতৃত্বরা।

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপিকে ধুয়ে দেন মোশারফ। তিনি বলেন, বিশ্ব দরবারে বাংলাকে তুলে রেখেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাত ধরে বাংলা আজ উন্নয়নের সোপানে চলেছে। বিজেপি বহু চেষ্টা করেও তৃণমূল কংগ্রেসকে, (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 September, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৪ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

(১৯৩৪-২০১২) জন্মদিন। চার দশক ধরে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। তবু টাকার জন্য তাঁকে গদ্য লিখতে হচ্ছে বলে বহুবার আক্ষেপ করেছেন সুনীল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানে, এই গদ্যযাত্রার শুরু 'দেশ' শারদীয়া সংখ্যায় 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাস থেকে। নতুন আখ্যানরীতির গদ্য না লিখে কলকাতার তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মুখের ভাষাকে তুলে এনে তৈরি করেছিলেন জনপ্রিয় এক গদ্যরীতি। ঝরঝরে ভঙ্গি, যে কোনও লোকই সেখান থেকে বিনোদনের আস্বাদ খুঁজে নিতে পারে। আবার সেই গদ্যরীতিতেই তৈরি হয় 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'র মতো ছোট গল্প। বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানে শুধু প্রতিভা এবং দক্ষতার মেলবন্ধন নয়। তার সঙ্গে জুড়তে হবে প্রবল পরিশ্রমের দক্ষতা। কারণ, পরিশ্রমের ক্ষমতা না থাকলে একই সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীললোহিত এবং সনাতন পাঠক হওয়া যায় না।

১৮২৬ রাজনারায়ণ বসু

(১৮২৬-১৮৯৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিরা তাঁকে তাঁর জন্মস্থান বোড়াল ছাড়তে বাধ্য করেন। সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি ১৮৫০-এর দশকে বিধবাবিবাহকেও উৎসাহ দিয়েছেন। ১৮৬০ সালে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি 'মদ্যপান নিবারণী সভা' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। মেদিনীপুর জেলায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ, গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অনেককেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। কঠ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ও মেঘনাদবধ কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

১৮৮৭ গোপীনাথ কবিরাজ

(১৮৮৭-১৯৭৬) এদিন টাঙ্গাইলে জন্ম গ্রহণ করেন। পণ্ডিত ও দার্শনিক। ১৯১৪-তে কাশীর সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিক এবং ওই বছরেই সরকারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ওই কাজ ভাল না লাগায় অবসর নিয়ে দর্শন ও ধর্মালোচনায় এবং ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রসঙ্গত গোপীনাথ যৌবনেই ১৯১৮-তে যোগী বিশুদ্ধানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। ১৯৩৪-এ ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়', ১৯৪৭-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 'ডিলিট', ১৯৬৪-তে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ', ১৯৬৫-তে উত্তরপ্রদেশ সরকার 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬-এ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে।

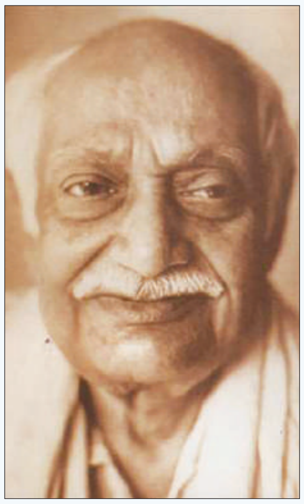

১৯৯৯ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩৪-১৯৯৯) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রথিতযশা সুরকার ও গীতিকার। হুগলি নদীতে লঞ্চ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি।

১৯০৬ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার

প্রতিষ্ঠা দিবস। মুম্বইয়ের কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যবসায়ী এদিন ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন ও ৫০ জন কর্মচারী নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ শুরু করেন। ১৯ জুলাই, ১৯৬৯ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক বেসরকারি মালিকানাধীন ছিল। বর্তমানে এটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। সারা দেশে এটির পাঁচ হাজারেরও বেশি শাখা আছে।

১৯১০ মাদাম ক্যুরি

(১৮৬৭-১৯৩৪) এদিন ঘোষণা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে রেডিয়াম নিষ্কাশনে সফল হয়েছেন। পরের বছর এ-জন্য তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দু'বার নোবেল পুরস্কার পান এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, দুটোতেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

পার্টির কর্মসূচি

শনিবার শ্রীরামপুর পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে রক্তপরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত পুরপ্রধান গিরিধারী সাহ, পুর পারিষদ সন্তোষ সিং-সহ কাউন্সিলরেরা।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়া আঞ্চলিক ই-রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র নবনিযুক্ত সভাপতি এটিএম আবদুল্লা রনি-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৮

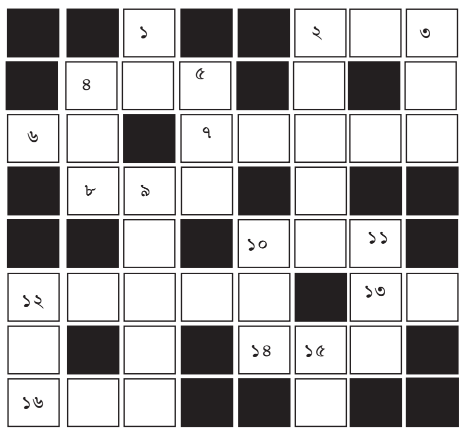

পাশাপাশি : ২. টিকি, শিখা ৪. সামর্থ্য ৬. —কাঞ্চন ৭. খবরের কাগজ ও নানান সাময়িক পত্র ৮. কুম্ভ ১০. পাপহীন, নিষ্পাপ ১২. গাঁজা ১৩. সবাক চলচ্চিত্র ১৪. দাঁত ১৬. রাত্রি, রজনী।

উপর-নিচ : ১. তিন ঘণ্টা ২. বসন্তবাতাস ৩. চোঙ, নল ৪. ক্ষণস্থায়ী ৫. তপস্বী, মুনি ৯. সংগীতের মিশ্ররাগবিশেষ ১০. নিষ্কর ১১. ঘটা, হওয়া ১২. গোত্র ১৫. ধার্মিকতার ভান।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৭ : পাশাপাশি : ১. গোড়াপত্তন ৪. সফল ৫. উগ্রচণ্ডা ৬. মজকুর ৮. চিন্ময় ৯. কপালঠোকা। **উপর-নিচ :** ১. গোলকোণ্ডা ২. পয়দা ৩. নকুলেশ্বর ৫. উপরোধক ৬. মরীচিকা ৭. হোঁদল।

৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৭৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৭৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৪৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৪৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪৬	৮৭.৭০
ইউরো	১০৫.০৫	১০২.৮৩
পাউন্ড	১২০.৮২	১১৮.৫৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেব

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

7 September, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের ধরনা

বেওয়ারিশ বন্দুকের আড়ালেই চলত দাঁ-ভাইদের কাজকারবার

প্রতিবেদন : কোনওটির বয়স ৪০ বছর, আবার কোনওটির বয়স ৭০ বছর। বিরল সব বন্দুক। লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরনো বেওয়ারিশ সেইসব বন্দুকের আড়ালে চলত দাঁ-ভাইদের কাজকারবার। ডালহৌসির যে দোকানে এই সব আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার চলত, সেই দোকানের মালিক তিন ভাইকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। বৈধ ব্যবসার আড়ালে অবৈধ ব্যবসার সন্ধানে নেমে পুলিশ হদিশ পেয়েছে কোন অস্ত্র যেত অপরাধীদের কাছে। জেরার মুখে দাঁ ব্রাদার্স জানিয়েছেন, লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়া অধিকাংশ বন্দুকই একসময় দাবিদারহীন হয়ে পড়ে থাকত। এর মধ্যে ছিল বিদেশি ব্র্যান্ডের বিরল বন্দুকও। পড়ে থাকতে থাকতে আদতে সেগুলি হয়ে উঠত বেওয়ারিশ। সেগুলিই চড়া দামে দাঁ-ভাইয়েরা বিক্রি করে দিত। এবং তা পৌঁছে যেত অপরাধীদের হাতে। দোকানটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত। আইনি কাগজপত্র পরীক্ষা করছে পুলিশ। শতাব্দীপ্রাচীন ডালহৌসির প্রসিদ্ধ দাঁ বন্দুক বিপণির মালিকরা যে এভাবে দিনের পর দিন পুরনো বন্দুক সারিয়ে জাল নথির মাধ্যমে সেগুলি পাচার করে দিতেন বাইরে, তা উঠে আসে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স রহড়া অস্ত্র-কাণ্ডের তদন্তে নামার পরই। ইতিমধ্যেই বিরল ৪১টি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। তার কোনও বৈধ নথি ছিল না। এই দোকান থেকে কত অস্ত্র পাচার হয়েছে, গোয়েন্দারা তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেইসব অস্ত্র কাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কারা জড়িয়ে রয়েছে, তার খোঁজও চালাচ্ছে এসটিএফ।

খড়দহের রিজেন্ট পার্কের আবাসন থেকে সপ্তাহ তিনেক আগে অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। কোথা থেকে এগুলি এল তার অনুসন্ধান করতে গিয়েই ডালহৌসির দাঁ ব্রাদার্স দোকানের নাম সামনে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিন আগে কানিংয়ের জীবনতলা থেকে অস্ত্র উদ্ধারে এই দাঁ ব্রাদার্সের নাম জড়িয়েছিল। তারও আগে আরেকবার দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়েছিল অবৈধভাবে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে। ফলে দাঁ ব্রাদার্সকে ঘিরে বারবার অভিযোগ উঠেছে। জেরায় জানা গিয়েছে, ব্যবহারের বদলে সাজিয়ে রাখার জন্যও চোরাপথে অনেকে বিরল বন্দুক কেনেন। উল্লেখ্য, ২১ অস্ত্র আইনে কোনও ব্যক্তির অস্ত্রের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সরকারি নির্দেশে অস্ত্র জমা দিতে হয়। পুলিশ বা সেনার অস্ত্রাগার ও বৈধ অস্ত্র বিপণিতে সেগুলি জমা দেওয়া যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই অস্ত্রের লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণের পর বংশধরদের অনেকেই তা নিয়ে যান না। তার ফলেই বেওয়ারিশ অস্ত্রাগারে পরিণত হয় দোকান।

ট্যাংরা-কাণ্ডে শুরু বিচারপর্ব

প্রতিবেদন : ট্যাংরায় একই পরিবারের তিন সদস্য খুনের ঘটনায় শুরু হল বিচারপর্ব। শনিবার ঘটনার ৬ মাসের মাথায় শিয়ালদহ আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক-২ আদালতে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুই মহিলা ও নাবালিকা খুনে দুই অভিযুক্ত প্রসূন ও প্রণয় দে-র বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ। হয়েছে চার্জগঠনও। তারপরই এদিন শুরু হয় বিচারপর্ব। জেল থেকে দুই অভিযুক্তকে ভার্চুয়ালি হাজির করা হয়।

প্রথমদিন কলকাতা পুলিশের ফটোগ্রাফারের সাক্ষ্য গ্রহণ করল আদালত। বক্তব্যের সঙ্গে সাক্ষী তাঁর তোলা ঘটনাস্থলের ৮০টি ছবি আদালতে জমা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে বাড়ির তিনটি আলাদা ঘরে দেহগুলি কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, বাড়ির ভিতর ও বাইরের বিবরণ আদালতকে জানান ওই সাক্ষী। তবে এদিন ফটোগ্রাফারের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়নি। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে।

প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাস ট্যাংরার দে বাড়ি থেকে পরিবারের দুই গৃহবধূ সুদেষ্ণা, রোমি ও তাঁর নাবালিকা মেয়ে প্রিয়ংবদার দেহ উদ্ধার হয়। স্ত্রীদের হাতের শিরা ও গলা কেটে এবং কিশোরী কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ ওঠে বাড়ির দুই ছেলে প্রসূন ও প্রণয়ের বিরুদ্ধে। খুনের পর নাবালক ছেলেকে নিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে দুই ভাই।

■ টালিগঞ্জ বিধানসভার ৯৫ নং ওয়ার্ডে স্টুডেন্ট কর্নার ক্লাবের অত্যাধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মাল্টিজিমের উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত।

■ শনিবার ৬ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র বসুর ১৩৬তম জন্মবার্ষিকীতে রাজ্য বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিগ জিরো

আজ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রথম দফার পরীক্ষা। ৩,১৯,৯১৯ জন পরীক্ষার্থী। পরের রবিবার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ২ লক্ষ ৪৬ হাজার। এই পরীক্ষা আটকানোর জন্য বিরোধী দলগুলি চক্রান্তের ডালি সাজিয়ে বসেছিল। বারবার আদালতে গিয়েছে। বারবার পিটিশন দাখিল করেছে। যাতে নিয়োগের স্বাভাবিক পদ্ধতি ব্যাহত হয়। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পরীক্ষা নির্ধারিত দিনেই হবে। এসএসসির চেয়ারম্যান বারবার বলেছেন, আইনি জটিলতার কারণে তাঁদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আসল কাজটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এসএসসি প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রত্যেকটি পরীক্ষার আগে বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে একটি গ্যাং অফ ফ্রড কাজে নেমে পড়ে। এদের লক্ষ্যই হল বিভিন্ন জায়গায় ভুয়ো প্রশ্নপত্র সামনে রেখে বলা— পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এবারও সেরকমই একটি ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে গদ্দার অধিকারীর এক ঘনিষ্ঠ জালে ধরা পড়েছে। মিথ্যাচারের রাজনীতি করতে গিয়ে গদ্দার এখন এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে যে চক্ষুলজ্জা বলে আর কিছু নেই। অযোগ্যরা পরীক্ষা দিচ্ছে বলে মিথ্যাচার করছে। আর এক শ্রেণির মিডিয়া সে-কথা ফলাও করে প্রচার করছে। কিন্তু এত করেও নিয়োগ আটকাতে পারছে না বিজেপি বা চক্রান্তকারীরা। ওরা জানে নিয়োগ আটকাতে পারলে ওদের রাজনীতির ডিভিডেন্ড মিলবে, নইলে বিগ জিরো। ভাবুন রাজনীতিটা এরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে!

সব টাকা লুটে এখন সাধু সাজছেন!

২০১৭ সালে জিএসটি চালু হয়েছিল। সেই সময় থেকে এই ৮ বছর ধরে চারটি স্ল্যাবের জিএসটি রেখে দেওয়া হল তাহলে কী কারণে? ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে লুট করার জন্য। রাষ্ট্র ৮ বছর ধরে দেশবাসীর থেকে উচ্চহারে ট্যাক্স আদায় করে গেল শুধুমাত্র রাজকোষ ভরানোর জন্য। অর্থমন্ত্রক এবং জিএসটি কাউন্সিল বুধবার দিনভর বৈঠক করে অবশেষে রাতে ঘোষণা করল যে নতুন একটি জিএসটি যুগ শুরু হচ্ছে। জিএসটি কমে গেল। অত্যন্ত স্বস্তির খবর। বিরাট বড় সুসংবাদ। আর ঠিক এই কারণেই প্রশ্ন জাগছে যে, এই যে এত পণ্যের জিএসটি কমিয়ে দেওয়া হল, এটা তার মানে তো করাই যায়! আগেই করা যেত! করা হয়নি তো! ১২০ লক্ষ কোটি টাকা। কীসের হিসাব? ২০১৭ সালে ভারতে জিএসটি শুরু হয়েছিল। তখন থেকে ২০২৪ আর্থিক বছর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সাত বছরে সরকার যে পরিমাণ জিএসটি আদায় করেছে, সেই অঙ্ক হল ওই ১২০ লক্ষ কোটি টাকা। এ তো শুধু জিএসটি। এর বাইরে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে গত পাঁচ বছরে কত টাকা আয় করেছে? ৯২ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে রয়েছে ইনকাম ট্যাক্স এবং কর্পোরেট ট্যাক্স। জনগণ আর কী কী ট্যাক্স দেয়? রোড ট্যাক্স দিতে হয়, সেস দিতে হয়, সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হয়। বাড়ি কিনলে ট্যাক্স। বাড়ি বিক্রি করলে ট্যাক্স। ট্যাক্স আদায়ের সব টাকা কি কেন্দ্র একাই পায়? না। রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয় ট্যাক্স থেকে আদায় হওয়া অর্থের একাংশ। সেজন্য ফর্মুলা আছে। ভারত সরকারের বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ কত হয়? কোনও বছর হয়েছে ৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। কোনও বছর ৩৭ লক্ষ কোটি। কোনও বছর ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক ৫০ লক্ষ কোটি টাকা। এবার মোটামুটি বোঝাই তো যাচ্ছে যে, বাজেটের খরচ সরকারকে কে জোগায়? গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার যে কৃতিত্ব বিপুল প্রচারে বলা হয়, সেই টাকা তাহলে কাদের টাকায় হচ্ছে? জনগণের এবং করদাতার। সরকার দারুণ দারুণ হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে করছে বলে যে বিজ্ঞাপন চলে অহরহ, সেগুলি নির্মাণের গৌরী সেন কে? জনগণ। কেন্দ্র অথবা রাজ্য যে কোনও পরিষেবা প্রদান করে ট্যাক্সের টাকায়। কেন্দ্রের হাতে থাকে ট্যাক্স আদায়ের সিংহভাগ অংশ। রাজ্যের হাতে থাকে তুলনায় কম। আপাতত মদ, পেট্রল ইত্যাদির ট্যাক্স রাজ্যের আওতায়। কতদিন থাকবে জানা নেই। কারণ এগুলি জিএসটির আওতায় আনার জন্য প্রবল চাপ দেয় কেন্দ্র। রাজ্যগুলি রাজি হয়নি এখনও পর্যন্ত। সুতরাং গরিবের মসিহা সাজার চেষ্টা করবেন না মোদিজি, আপনাকে আমরা চিনে গিয়েছি।

— সোনালী ঘোষ, ঘোষ পাড়া, কল্যাণী, নদিয়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলাকে পর্যুদস্ত করা অতই সহজ!

বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতাও বিজেপি-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ। আমিষ, মুখ্যত মাছ সহযোগে আমিষ খাবার বাঙালির শুধুমাত্র খাবারের বিষয় নয়। লিখছেন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক

প্রিয়ঙ্কর দাস

বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের দিকে ছুটে যাচ্ছে বছর চব্বিশের এক যুবক, তাঁর পিছনে তাক করা আছে বিএসএফের রাইফেল। বাংলাদেশমুখী দৌড়ের অন্যথা হলে কড়া হুঁশিয়ারি আছে গুলি খাওয়ার। যুবকের নাম আমির শেখ, মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা। সাথে আছে ভারতের মাটিতে জন্মের শংসাপত্র ও আধার কার্ড। এই নির্লজ্জ ঘটনাটি ঘটার তিন মাস আগে রাজস্থানের প্রতাপনগরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যান আমির, সেখানে বাংলাদেশি সন্দেহে রাজস্থান পুলিশ তাঁকে আটক করে বিনা বিচারে জেলে দু-মাস আটকে রাখে, বেদম প্রহারও চলে। অবশেষে রাজস্থান থেকে বিমানে কলকাতায় নিয়ে এসে গাড়িতে করে বেনাপোল সীমান্তে নিয়ে যাওয়া, তারপরই সেই শিহরন জাগানো নির্দেশ, 'এবার সোজা দৌড়ো, না হলে গুলি খাবি!' এ দৌড়ের ব্যবধানের মধ্যে আছে নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়া, আছে বিজেপির খেয়াল খুশিমতো ভারতীয় ও ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া। দীর্ঘ কুড়ি দিন বাংলাদেশের সাতক্ষীরার জেলে থাকার পর অবশেষে বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরে আমির।

এই করুণ বাস্তব প্রতিচ্ছবি কেবল রাজস্থানে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রে নয়, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গুজরাত-সহ সমস্ত বিজেপি-শাসিত রাজ্যেই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে চলছে বিনা কারণে যথেচ্ছ ধরপাকড় ও পুলিশি অত্যাচার। এখানেই থেমে থাকেনি ভারতীয় জনতা পার্টি, ধরপাকড়কে আইনি রক্ষাকবচ দিতে তারা বলবৎ করেছে অভিবাসন ও বিদেশি আইন। এই আইনে স্রেফ সন্দেহের বশে কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে এবং পদমর্যাদা— যিনি হেড কনস্টেবল হলেই চলবে। প্রশ্ন এসে যায় আইন পাশের আগেই যেখানে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার হয়েছে স্রেফ সন্দেহের বশে, সেখানে আইনি সুরক্ষা এনে বৈধতা প্রদান করা হলে সেই সন্দেহের তীব্রতা কতখানি বৃদ্ধি পাবে! ভারতীয় জনতা পার্টির এই বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি সন্দেহের ও বিদ্বেষের কারণগুলোকে গভীরে তলিয়ে দেখা খুব প্রয়োজন।

বিজেপি কেন বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী?

বিজেপির মতাদর্শগত ভিত্তি হিন্দুত্বের উপর ভর দিয়ে রয়েছে, বিজেপির মডেলটিকে এককথায় 'হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্তান' মডেল বলা যায়। এই মডেল উত্তর ভারতীয় হিন্দি ভাষাকে জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম মানদণ্ড বলে মনে করে। এই ভিত্তির রসদের উৎস সংগ্রহ করতে গেলে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের হিন্দুত্ব : 'হু ইজ এ হিন্দু' গ্রন্থটির কথা বলতে হয় যেখানে হিন্দি ভাষাকে ভারতের ন্যাচারাল লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এই একরৈখিক মতাদর্শের চাষ যাঁরা বর্তমানে করছেন তাঁরা যে বাংলা ভাষাবিদ্বেষী হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক!

বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে যদি আতশকাঁচের তলায় এনে দেখা যায় তাহলে একটা বিষয়ে পরিষ্কার হবে যে, বাংলার রাজনীতির প্যাটার্ন তার নিজস্বতা রেখেছে স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও। যে নিজস্বতার মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজনীতির শিখিয়ে পরিয়ে দেওয়া প্রায় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি কিন্তু এই ধারার উজ্জ্বল ফসল, সেখানেই ভারতীয় জনতা পার্টির আক্রোশ। তাঁরা বাংলার রাজনীতিকে কেন্দ্রীয় সর্বস্ব ছকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রতি সময়েই ব্যর্থ হয়েছেন।

বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতাও বিজেপির বিদ্বেষের অন্যতম কারণ। আমিষ খাবার, মুখ্যত মাছ সহযোগে আমিষ খাবার বাঙালির শুধুমাত্র খাবারের বিষয় নয়। মাছ বাঙালির সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিভিন্ন সময়ে বাঙালি নিজস্ব খাদ্যের উপর বিজেপির নেতা মন্ত্রীদের ব্যঞ্জনাযুক্ত ও অবমাননাকর মন্তব্যগুলো বাঙালির অস্মিতাকে ধাক্কা দেয়। ২০২২ সালে বিজেপির এমপি থাকাকালীন অভিনেতা পরেশ রাওয়ালের মন্তব্য ছিল, 'যদি বাঙালি রোহিঙ্গারা আপনাদের সঙ্গে এসে থাকতে শুরু করে, তাহলে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে কী করবেন? বাঙালিদের জন্য মাছ রান্না করবেন?' প্রকৃত অর্থে উত্তর ভারতের উচ্চজাতের মানুষের সমাহার কেন্দ্রিক দল বিজেপি জাতিবাদের বেশিরভাগ নিয়মের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হওয়া বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈরিতার চোখে দেখে।

ধর্মীয় সমন্বয় বনাম গোঁড়া হিন্দুত্ববাদ, বাঙালি বনাম বিজেপির বিভাজিকাকে স্পষ্টতর করে। বাঙালির ধর্মীয় চেতনায় বাউল, সুফিবাদ, ভক্তিবাদের প্রবাহ এবং বিভিন্ন মনীষীদের আগমনে হিন্দু মুসলমানের বিভাজন অনেক ফিকে হয়ে গিয়েছে। ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আচারেও সমন্বয়ের এক সুন্দর রূপ দেখতে পাওয়া যায় বাংলায়। সাভারকারের হিন্দুত্ববাদে ভারতবর্ষের মাটিকে তাদের জন্যই সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে যাদের 'পিতৃভূমি' ও 'পুণ্যভূমি' উভয়ই ভারতবর্ষের ভূমি। এই সংরক্ষণ মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বহিরাগত করে দেয়। বাঙালি সংস্কৃতি যেখানে সংযোজনে বিশ্বাস রাখে, সেখানে বিজেপির মতাদর্শ বিয়োজনে আস্থাশীল।

বাঙালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে এই আক্রমণের মুহূর্তে আমরা কোথায় আশ্রয় পাব? উত্তর একটাই— বাঙালি জাতিসত্তার আশ্রয় প্রদানকারী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির আজাদ হিন্দ কলোনিতে প্রথম যখন বাঙালি শ্রমিকদের পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল তখন রাজ্যসভা ও লোকসভার আধ ডজন এমপিদের পাঠিয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বাঙালি পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর। সারা দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবাংলায় চালু হয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ উন্নয়ন পর্ষদ যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল এবং সেই পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার এমপি সামিরুল ইসলাম বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকেরা হিংস্রতার শিকার হচ্ছেন সেখানে ছুটে যাচ্ছেন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের আইনি সহায়তা করা হচ্ছে পর্ষদের তরফ থেকে। ভিনরাজ্যে বিজেপি-শাসিত পুলিশের হাতে নিপীড়িত হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু করেছে শ্রমশ্রী প্রকল্প, যা ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। বাঙালি অস্মিতার বিরুদ্ধে লেলিহান শিখা জ্বেলেছে বিজেপি। তার বিরুদ্ধে আমরা দেখেছি আবেগময় অথচ কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঝোর বৃষ্টিধারার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী হেঁটেছেন কলকাতার রাজপথে। সেদিন প্রতিটি নিষ্প্রাণ বৃষ্টিকণাও বুঝেছিল বাঙালির গরিমাকে বাঁচিয়ে রাখার যদি কোনও নিশ্চিন্ত ঠিকানা থাকে তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার যুবতীর পচাগলা দেহ। মৃতের নাম দীপশিখা গোস্বামী(২৯)। হুগলির বৈদ্যবাটির ঘটনা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

ছুটি পেলেন সুস্থ মার্শাল

প্রতিবেদন : শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিন সকালেই তিনি ছাড়া পান। যদিও চিকিৎসা চলবে তাঁর। এদিন সেসবের ব্যবস্থা করে হাওড়ার পরিবারের সঙ্গে কোয়ার্টারে ফিরেছেন তিনি। মার্শালের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। মার্শালও তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি সবটাই জানান। সোমবার ফের চিকিৎসকের কাছে যাবেন তিনি।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, জারি নয়া নির্দেশ

প্রতিবেদন : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে বুথ স্তরের নির্বাচিত কাজগুলির টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। তবে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই কাজের বরাত দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, টেন্ডার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হওয়ায় আগেভাগে তা সম্পন্ন রাখতে বলা হয়েছে।

এছাড়া বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাকি থাকা আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ দ্রুত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা টাকা পেয়েও এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করেননি, তাঁদের দিয়ে অবিলম্বে কাজ সম্পূর্ণ করানোর ওপর জোর দিয়েছে সরকার।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নির্দেশ এসেছে, তাঁরা ফিরলে তাঁদের যাচাই করে শ্রমশ্রী পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় তাঁদের জন্য কীভাবে কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনগুলিকে।

■ কলকাতা পুরসভার ৯২ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার ঢাকুরিয়ায় এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকের কোতুলপুর অঞ্চলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে স্থানীয় বিধায়ক তথা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

পেট্রোল-ডিজেল নয়, চলবে ব্যাটারিতে

থ্রি হুইলার-এর উদ্বোধন একলাখি গাড়ির ঘোষণা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের পরিবেশ বিস্তার করে রেখেছেন গোটা রাজ্যে। তার ছোঁয়া এবার লাগল হুগলিতেও। শনিবার হুগলির সুগন্ধার কারখানায় দুই মহিলা কর্ণধার সম্রাজ্ঞী ও সম্পূর্ণা ঘোষকে সামনে রেখে উদ্বোধন হল টিফোজ ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার গাড়ির। একইসঙ্গে ঘোষণা হল একলাখি ইলেকট্রিক্যাল ফোর হুইলার তৈরিরও।

এদিন থ্রি হুইলারের উদ্বোধনে এসেছিলেন মন্ত্রী জাভেদ খান, উজ্জ্বল বিশ্বাস, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ-সহ বিশিষ্টরা। তাঁদের প্রাথমিক কথাবার্তায় উঠে আসে, থ্রি হুইলার যদি হতে পারে, কেন ফোর হুইলার গাড়ি হবে না? তখনই সংস্থার কর্ণধার শান্তনু ঘোষ বলেন, এই চ্যালেঞ্জটা আমরা নিলাম। আমরা কালীপুজোর পর ফোর হুইলারের লুক ওপেন করব। জানুয়ারিতে চেষ্টা করব প্রথম গাড়ি আনার। সেই গাড়ি হবে একলাখি। প্রসঙ্গত উঠে আসে সিঙ্গুরের বিষয়টি। এ-প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূল কখনও শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল বামফ্রন্ট সরকার জমি-নীতির বিরুদ্ধে। আমরা সবসময় চেয়েছি শিল্প হোক, কৃষিও হোক। এখন রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, বিভিন্ন শিল্প, কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। যেমন হুগলিতে ১২ একর জমি জুড়ে গড়ে উঠেছে সুগন্ধা কারখানা। সুগন্ধার এই সাইনোসোর কোম্পানি ইতিমধ্যেই বিএলডিসি ফ্যান তৈরি করেছে। এবার তৈরি করল আধুনিক ডিজাইনের ইলেকট্রিক টোটো। এখানে ২০ জনের বেশি বিভিন্ন শাখায় ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। দক্ষ ও অদক্ষ মিলিয়ে ২০০ কর্মী। ধারাবাহিক কর্মসংস্থান হচ্ছে কারখানায়।

■ হুগলির সুগন্ধার কারখানায় থ্রি হুইলারের উদ্বোধনে মন্ত্রী জাভেদ খান, উজ্জ্বল বিশ্বাস, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। শনিবার।

গোমাংস পাচারে সুপারিশ শান্তনু ঠাকুরের, মুখোশ খুলল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন : অপদার্থ বিএসএফ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতায় সীমান্তে পাচার-অনুপ্রবেশ দুটোই চলছে রমরমিয়ে। আর বাংলাকে বদনাম করতে বারবার সীমান্তে পাচার নিয়ে অপপ্রচার করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তৃণমূল বারবার সেই কুৎসা-অপপ্রচারের প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু এবার বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হুকুমে সীমান্তে খোদ বিএসএফের গোমাংস পাচারের প্রমাণ উঠে এল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের প্যাডে তাঁরই সই করা একটি নথির ছবি। যেখানে স্পষ্ট, সীমান্ত দিয়ে গোমাংস পাচারে বিএসএফকে নির্দেশ দিচ্ছেন শান্তনু। রীতিমতো সরকারি সিলমোহরে গোমাংস পাচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিএসএফের যোগ একেবারে পরিষ্কার। সেই নথির ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে বিজেপির স্বরূপ তুলে ধরে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহা। তাঁর কথায়, গরুর নামে ভোটের সময় হইচই, মানুষকে হুমকি-ধমকি, ধর্মীয় বিভাজন—এসব করে বিজেপির আসল চরিত্র দেখুন! এটাই কি বিজেপির গোমাতা রক্ষা? ভোটের সময় গরু নিয়ে ভণ্ডামি, আর পর্দার আড়ালে গরুর মাংসের ব্যবসা? একইসঙ্গে এই নথি নিয়ে কেন্দ্রকে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও। তাঁর প্রশ্ন, প্রথমত এই ছবি কতটা সত্যি? যদি সত্যি হয়, তবে যেখানে বিজেপি গোমাংস রফতানির বিরোধিতা করে, সেখানে শান্তনু ঠাকুর এই অনুমতি দিলেন কেন? আর শান্তনু ঠাকুর বিএসএফ-কে চিঠি দিয়ে পারাপারের সুপারিশ করার কে? এভাবেই কি বিজেপি বাংলাদেশ সীমান্ত চালায়?

■ কলকাতা পুরসভার ৯১ নং ওয়ার্ডের ঢালিপাড়া অঞ্চলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বরুণহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শনে জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, বসিরহাটের এসপি ডাঃ মেহেদি রহমান হোসেন, মহকুমা শাসক আশিস কুমার, বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল-সহ অন্যরা।

শ্রীরামপুর রাজবাড়ির পুজো যেন কাব্য

সংবাদদাতা, হুগলি : তখন দিল্লির সিংহাসনে আকবর। বাংলার গদিতে আলিবর্দি খান। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছরের কিছু বেশি বছর আগে পুজো শুরু শ্রীরামপুর রাজবাড়িতে। এখানে বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। তাই পশু বলি এখানে হয়না। জানা যায়, রাজবাড়ির একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। সেই পুঁথি মেনে শাস্ত্রমতে এখানকার পুজো হয়। ইতিহাস বলে, অতীতে পুজোর সময় এন্টনি ফিরিঙ্গি থেকে ভোলা ময়রার গান গেয়ে গিয়েছেন এই রাজবাড়িতে। এমনকী নিয়মিত আসা-যাওয়া লেগে থাকত বড় বড় ওস্তাদদের। তবে সেই আতিশয্য বহরে অনেক কমেছে। কিন্তু তা হলেও পুজোতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন বাড়ির সদস্যরা। এই রাজবাড়ির পুজো শুরু করেন হরিনারায়ণ গোস্বামী। এই রাজবাড়িতে বিভিন্ন সময়ে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসুর মতো রাজনীতিকের পদধূলি পড়েছে। শুধু রাজনীতির আঙিনায় নয়, এছাড়াও এই রাজবাড়ির দান-ধ্যানের সুখ্যাতি তখনকার দিনে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান শ্রীরামপুর ভবন সেটিও এই পরিবারের দানে তৈরি। শ্রীরামপুরের অন্যান্য দুর্গাপুজোর মধ্যে আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে এই রাজবাড়ির পুজো হয়ে চলেছে।

■ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং মধ্য কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর কলেজে শিক্ষক দিবস ২০২৫। উপস্থিত ছিলেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

রাজ্য
7 September, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খাবারের লোভ দেখিয়ে চতুর্থ শ্রেণির বালিকাকে ধর্ষণ। অভিযোগ পেয়ে গ্রেফতার প্রতিবেশী প্রৌঢ়। নাম ইসমাইল গাজি (৫৪)। বসিরহাটের মিনাখাঁর ঘটনা

স্বাস্থ্য ভবনের নজরে সরকারি চিকিৎসকরা

প্রাইভেট প্র্যাকটিসে কড়া রাজ্য ৭৩ জনের আবেদন খারিজ

প্রতিবেদন : সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। এতদিন এনওসি বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ছাড়াই বহু সরকারি চিকিৎসক ব্যক্তিগত চেম্বার চালাতেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই বিষয়টি চললেও, সম্প্রতি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার পর পরিস্থিতি বদলায়। রোগীমহলে অসন্তোষ বাড়তে থাকায় রাজ্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।

স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দুই পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে ৭৩ জন সরকারি চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। খারিজ হওয়া তালিকায় রয়েছেন সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি, ইএনটি, শিশু, প্যাথোলজি, অ্যানাস্থেশিওলজি, চক্ষু, অর্থোপেডিক্স ও ত্বক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, দুই বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বীরভূম, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার চিকিৎসকরাই মূলত এই তালিকায় আছেন।

রাজ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, এনওসি ছাড়া সরকারি চিকিৎসকরা কোনওভাবেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। নিয়ম ভাঙা হলে ভবিষ্যতে সরকার আর নরম হবে না। চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এনওসি চাওয়ার প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়। ১৯৯৩ সালের ৩ মার্চ প্রকাশিত ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারি নোটিফিকেশন-এ বলা হয়েছিল, চাকরিতে যোগদান, প্রোমোশন বা বদলির সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অনুমতি নিতে হবে। সেই পুরনো নির্দেশ দেখিয়েই এবার ৭৩ জন চিকিৎসকের আবেদন নাকচ করেছে সরকার।

স্বাস্থ্য দফতরের মতে, সরকারি হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা গিয়েছে, সরকারি হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের পর সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি বেড়েছে। বিকেল চারটের পর প্রায়শই সিনিয়র চিকিৎসকদের বদলে সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন-কাণ্ড ও আরজি করের ঘটনার পর এই অভিযোগ আরও স্পষ্ট হয়েছে। এমনকী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় বহু জুনিয়র চিকিৎসকের ব্যক্তিগত আয় বেড়ে যাওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট—সরকারি দায়িত্ব পালনের বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের এনওসি নিতে হবে। আপাতত যাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে তাঁদের প্রোমোশন বা বদলির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের পদযাত্রা

সংবাদদাতা, চুঁচুড়া : ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় তৃণমূলের পদযাত্রা। স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে পদযাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। মিছিল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিল তৃণমূল। পোলবার সুগন্ধা গোটু ফুটবল মাঠ থেকে শুরু হয়ে প্রায় পাঁচ কিমি পথ পেরিয়ে পদযাত্রা খাদিনা মোড়ে শেষ নয়। বিধায়ক অসিত মজুমদার ছাড়া এই পদযাত্রায় অংশ নেন সুগন্ধা, পোলবা, রাজহাট, দেবানন্দপুর, ব্যান্ডেল পঞ্চায়েত এবং হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এই পদযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের পোশাক পরে যোগ দেন বহু মানুষ। গলায় ঝোলানো ছিল ‘এসআইআর চাই না’ লেখা প্ল্যাকার্ড। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, বাংলাভাষী ও বাংলার উপর অত্যাচার হচ্ছে। বাংলার মানুষ যখন অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন, তখন তাঁদেরকে বিদেশি-রোহিঙ্গা বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। যাঁদের আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, বাংলায় বসবাস করেন, তাঁরা দেশের নাগরিক, তাঁদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে বিধায়ক বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের পাশে আছেন। তাই আমরা আজকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। বিজেপি সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছে। মিছিল থেকে উঠে আসে সম্প্রতি বিধানসভায় বিজেপির অসভ্যতার প্রসঙ্গ।

■ চুঁচুড়ায় তৃণমূলের পদযাত্রায় বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ অন্যরা।

টিকিট পরীক্ষকের মুখে ঘুগনি ছুঁড়লেন যাত্রী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: টিকিট দেখতে চাওয়ায় এমন কাণ্ড ঘটালেন এক মহিলা যা দেখে অবাক স্টেশনে থাকা সকল যাত্রী। টিকিট পরীক্ষক টিকিট দেখতে চাওয়ায় তাঁর মুখে গরম ঘুগনি ছুঁড়লেন মহিলা রেল যাত্রী। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে। শনিবার সকালে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার বারুইপুর জংশনে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল আপ বারুইপুর লোকাল। তখনই অভিযুক্ত সাইদা বিবি ও তার আরও এক সঙ্গী সেই সময় লেডিস কম্পার্টমেন্টে বসে গরম ঘুগনি খাচ্ছিল। তখন

মহিলা টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী টিকিট দেখতে চাওয়ায় তাঁর মুখে গরম ঘুগনি ছুঁড়ে মারে অভিযুক্ত মহিলা। হতচকিত হয়ে পড়েন মহিলা টিকিট পরীক্ষক। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তী স্টেশন এলেই আরপিএফ কর্মীরা আসেন। তার কাছে সুভাষগ্রাম থেকে শিয়ালদহের বৈধ টিকিট থাকলেও, বারুইপুরে আসার কোনও বৈধ টিকিট ছিল না। বারুইপুর আরপিএফের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত মহিলা রেলযাত্রী সাইদা বিবিকে বারুইপুর জিআরপিএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মশাবাহিত রোগ রুখতে গাপ্পি মাছ

প্রতিবেদন : ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কলকাতা ও আশপাশের জায়গায় জমে থাকা জলাশয়ে মশার লার্ভা ধ্বংস করতে ছেড়ে হচ্ছে গাপ্পি মাছ। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানান রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী। মন্ত্রী বলেন, গাপ্পি একটি স্বল্পমূল্যের মিঠে জলের মাছ, যা মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নর্দমা, জলাশয় কিংবা কংক্রিটের জলাধারে আমরা গাপ্পি মাছ ছাড়ার কাজ শুরু করেছি। এ বছর কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় এক কোটিরও বেশি গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী আরও জানান, চলতি বছরে গোটা রাজ্যে ২.৬ কোটি গাপ্পি মাছ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইচ্ছুক সাধারণ মানুষও যাতে তাঁদের আশপাশের জলাশয়ে মাছ ছাড়তে পারেন, তার জন্য বাজারে গাপ্পি মাছ বিক্রির ব্যবস্থাও করছে দফতর। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে। ফলে রোগ ছড়ানোর আগেই মশার সংখ্যা কমানো যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ কার্যকর হলে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আসবে।

আগাম জামিন

প্রতিবেদন : প্রাথমিকে নিয়োগে অনিয়ম মামলায় আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করলেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। শনিবার ইডির বিশেষ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন জানান তিনি। ইডি সেই জামিনের বিরোধিতা করলে আদালত তা খারিজ করে দেয়। বিচারক শর্তসাপেক্ষে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ সেপ্টেম্বর।

দক্ষিণে হলুদ সতর্কতা

প্রতিবেদন : সরছে নিম্নচাপ। প্রচুর পরিমাণে ঢুকছে জলীয় বাষ্প। এর জেরেই বৃষ্টি চলবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে থাকবে। মাঝে মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। দক্ষিণের জেলাগুলোতে দু'দিনে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে। কিন্তু সোমবার ও মঙ্গলবার আবার বৃষ্টি বাড়বে। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

■ শনিবার তৃণমূল টিচার্স সেলের উদ্যোগে অধ্যাপিকা অলকানন্দা দাসের পরিচালনায় বেলেঘাটার ৩৪ নং ওয়ার্ডে শিক্ষক দিবস। ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বেলেঘাটার ৩০ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

■ বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে হুগলির জাঙ্গিপাড়ার রাজবলহাট ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ শিবপুর কেন্দ্রের মাইনরিটি সেল-এর সভাপতি জনাব সামসাদ আলমের উদ্যোগে বিশ্ব নবি দিবস। ৪৯ নং ওয়ার্ডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, শেখ নাজিবুল, সায়ন্তন রীত মিমো, ফাহিম সিদ্দিকি। অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের মধ্যে জল ও খাবার বিতরণ করা হয়।

■ হাওড়ার উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবন সুইমিং ট্যাঙ্ক-এ অ্যামেচার অ্যাকোয়াটিক ক্লাবের উদ্যোগে ৩৩তম বাৎসরিক সাঁতার প্রতিযোগিতা। রয়েছেন এনআইএস সুইমিং কোচ বাবুন নাথ, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুবীর সিংহ, এনআইএস কোচ তথা ক্লাব ও হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন থেকে আঠারো বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

■ শনিবার মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের এক অনুষ্ঠানে বিনয় বাগরি, লক্ষ্মী আয়ার, অভিষেক বসু মল্লিক, মারান গোবিন্দস্বামী, নরেশ মেরোনি প্রমুখ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের অভিযান। শনিবার রায়গঞ্জে গ্রেফতার হেরোইন পাচারকারী। ধৃত মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা

রাজ্যের উদ্যোগে খুলল আরও ২ বাগান

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : শ্রম দফতরের উদ্যোগে পুজোর আগেই খুলে যাচ্ছে একের পর এক বন্ধ চা-বাগান। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙা টুণ্ডু চা-বাগান খোলার পরদিনই খুলে গেল দার্জিলিঙের নাগরি চা-বাগান-সহ আরও একটি বাগান। ২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ ছিল বাগানটি। গত বৃহস্পতিবার এই বাগানগুলি খোলা নিয়ে শিলিগুড়িতে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন-সহ আরও চারটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং নয়া মালিকপক্ষের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর শনিবার খুলে যায় দু'টি চা-বাগান। কাজ ফিরে পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রমিকেরা। প্রসঙ্গত, চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই উন্নয়ন হয়েছে চা-শ্রমিকদের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবং শ্রমদফতরের উদ্যোগে এবার ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস পাচ্ছেন চা-শ্রমিকেরা। যা বোনাস আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ বোনাস। আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা-বাগানে ২০ শতাংশ বোনাস পেয়ে গিয়েছেন শ্রমিকেরা। বাকি বাগানগুলিতেও বোনাস দেওয়া শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে একের পর এক বন্ধ চা-বাগান খুলে যাওয়ায় চিন্তামুক্ত হয়েছেন শ্রমিকেরা। দার্জিলিঙের বাগান দুটি খোলার পরই সেই বাগান পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন শ্রমিকেরা।

■ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ শুরু করলেন চা-শ্রমিকেরা।

প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ময়নাগুড়িতে বিরল প্রজাতির প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার করল বনদফতর। শনিবার সকাল বেলা নিজের কৃষিজমি দেখতে গিয়ে প্রথমে ঘটনাটি লক্ষ্য করেন এলাকার বাসিন্দা কেশব রায়। তিনি জানান, জমির ধারে লাগানো বেড়ার জালে অদ্ভুত আকৃতির একটি প্রাণী আটকে আছে। কাছে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন এটি একটি প্যাঙ্গোলিন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের মানুষ ভিড় জমায় প্রাণীটিকে দেখার জন্য। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামসাই রেঞ্জের বনকর্মীরা। তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে প্রাণীটিকে জাল থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, খাদ্যের সন্ধানে এসে প্রাণীটি জালে আটকে যায়। বন দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্যাঙ্গোলিন অত্যন্ত বিরল প্রজাতির প্রাণী। বন্যপ্রাণী পাচারের কারণে এদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাই এর উদ্ধার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে বনাঞ্চলে পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গিয়েছে।

মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সমাজের মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভেঙেছে কারা? মূর্তি ভাঙাকে ঘিরে শনিবার চরম আকার নিয়েছে কোচবিহারের রাজনৈতিক উত্তাপ। মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে এলাকায় মিছিল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘুঘুমারি অঞ্চল ও শুটকাবাড়ি অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায় স্থাপন করা হয়েছিল ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তিটি। শুটকাবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসে উদ্যোগে এই মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মূর্তিটি ভেঙেছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্বে ছিলেন পঞ্চানন অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। জেলাসভাপতি বললেন, নতুন করে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি বসানো হবে এই জায়গায়। সেটি দেখভালের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। এদিকে মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, যেভাবে মূর্তিটি ভেঙে উধাও করে দেওয়া হয়েছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে এখানে কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। অশান্তি পাকানোর উদ্দেশ্যেই এধরনের ঘটনা ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

■ মিছিলের নেতৃত্বে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

৫০০ বছর সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছে মেহেন্দিগ্রামের পুজো

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

সবুজ ঘেরা ধানখেত। তারই মাঝে যেন একটুকরো শান্তি! বাঁধানো পরিপাটি দুর্গামন্দির। যেখানে গেলেই মন জুড়িয়ে যায়। সকলে মিলেমিশে কাজ করছেন। পুজোর আগে কেউ মন্দিরের দেওয়াল রঙ করছেন, কেউ পরিস্কার করছেন আগাছা। ওদের মধ্যে কেউ বিবেক কারও নাম রহিম। শুধু তাই নয়, পুজোর ফল কাটা থেকে আলপনা ওরা করেন একইসঙ্গে। সেই ৫০০ বছর ধরে গ্রামটার একই ছবি। রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেন্দিগ্রাম। এই গ্রামে যেমন সকলে ইদে সামিল হন তেমনি বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোতে নির্দ্বিধায় সবরকম দায়িত্ব পালন করেন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়। মন্দিরের সামনেই বিস্তৃত সবুজ ধানখেত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ে চলেছে রায়গঞ্জের মেহেন্দিগ্রাম সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এলাকার হিন্দু মুসলিম মানুষের সমন্বয়ে পাঁচশো বছর ধরে সম্প্রীতির দুর্গোৎসব হয়ে আসছে মেহেন্দীগ্রাম সার্বজনীন দুর্গাপুজোয়। পুজো কমিটিতে থেকে চাঁদা তোলা-সহ পুজার সমস্ত কাজে সহযোগিতা করেন মেহেন্দিগ্রাম এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। রায়গঞ্জ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরের এই গ্রামের পুজোয় দেবীর প্রতিমাদর্শন করতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন। জানা যায় তৎকালীন বাংলাদেশের হরিপুরের জমিদার দুর্লভ রায়চৌধুরী এই পুজো শুরু করেছিলেন। এখানকার বাসিন্দারা পুজোর সময় এলেই পায়ে হেঁটে হরিপুরে জমিদারের বাড়ি গিয়ে পুজোর সামগ্রী বাঁকে করে বয়ে নিয়ে আসতেন এই মেহেন্দিগ্রামে। দেশভাগ ও জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার পর মেহেন্দিগ্রামের সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ চাঁদা তুলে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। আজ এই মেহেন্দিগ্রামের পুজো সম্প্রীতির পুজো বলে পরিগণিত। এলাকার হিন্দু-মুসলিম বাসিন্দারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুজো করছেন। ষষ্ঠী থেকে দশমী এলাকার হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমরা মাছ মাংস বা আমিষ খাবার খান না। তাঁদের বাড়িতেও এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজনেরা আসেন পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে। মায়ারানি বৈশ্য নামে এলাকার এক বাসিন্দা জানান, গ্রামের এই পুজোয় সকল ধর্মের মানুষ শামিল হন। এখানে ধর্ম নিয়ে বিভেদ নেই। এই গ্রামের প্রত্যেকের কাছে দুর্গাপুজো উৎসব শুধু নয় বরং আবেগ।

মালদহে 'রঘু ডাকাত'কে দেখতে উপচে পড়ল ভিড়

সংবাদদাতা, মালদহ: মালদহে রঘু ডাকাত! খবর পেয়েই শনিবার ইংরেজবাজার শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে। বাংলা ছবির নতুন সেনসেশন 'রঘু ডাকাত'-এর প্রমোশনই এবার মাতাল মালদহ। দেব দর্শনের উন্মদনা এদিন ধরা দিল গোটা মালদহে। বাংলা ছবির সুপারস্টার দেব তাঁর পুরো টিম নিয়ে হাজির হন মঞ্চে। সঙ্গে ছিলেন ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা— অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সোহিনী সরকার ও ইধিকা পাল। তাদের একঝলক দেখতেই উপচে পড়ল ভিড়। ভক্তদের উচ্ছ্বাসে গোটা ময়দান তখন যেন উৎসবের রূপ নিল। প্রমোশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস এবং জেলার একাধিক জনপ্রতিনিধি। মঞ্চ থেকে দেব দর্শকদের উদ্দেশে জানালেন, আগে খাদান সিনেমার প্রচারে মালদহে এসেছিলাম। তখন এখানকার মানুষ আমাকে অপরিসীম ভালবাসা দিয়েছিলেন। আশা করি, রঘু ডাকাতের ক্ষেত্রেও মালদহের মানুষ সেই ভালবাসা ও আশীর্বাদ দেবে। প্রচারের শেষে দেব ও তার টিম সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরও জানান, এই জেলার উষ্ণতা ও ভালোবাসায় তারা মুগ্ধ। দর্শকদের ভালোবাসায় আপ্লুত দেব বলেন, মালদহের মাটি ও মানুষ আমার কাছে খুব কাছের। এখানে আসতে সবসময় ভীষণ আনন্দ হয়। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর এই জমকালো প্রমোশন শেষে দেব ও তাঁর টিম মঞ্চ ত্যাগ করলে, দর্শকরা রঘু ডাকাতের মুক্তির অপেক্ষায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

■ দেব-দর্শনে অনুরাগীদের ভিড়। শনিবার মালদহে।

শিবিরে পরিষেবায় আপ্লুত

সংবাদদাতা, মালদহ : শনিবার মালতীপুর বিধানসভার রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর ১নং অঞ্চলের লস্করপুর হাই স্কুলে আয়োজিত হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির। তিনটি বুথ নিয়ে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী-সহ অন্য নেতৃত্ববৃন্দ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 September, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কাঁথিতে সমবায় নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল

■ জয়ের পর উচ্ছ্বসিত তৃণমূল প্রার্থীরা। শনিবার কাঁথিতে।

সংবাদদাতা, কাঁথি : বিজেপি-অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের ঝান্ডা উড়িয়ে গেরুয়া নেতাদের কুপোকাত করলেন শাসক দলের নেতারা। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-১ ব্লকের বাড়চুনফলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ডেলিগেটস নির্বাচন ছিল। ৫৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৩৮টি এবং বিজেপি মাত্র ১৫টি। সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হতেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। মাসখানেক আগে এই সমবায়ের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। আগে বোর্ড ছিল সর্বদলীয়। সমবায়টি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্থাৎ মাজিলাপুর বর্তমানে বিজেপির দখলে। স্বাভাবিকভাবেই সবক'টি আসনে বিজেপি প্রার্থী দেয়। জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছিল তারা। তবে উন্নয়নের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তৃণমূল। সমবায়ের মোট ভোটার ১৩১৪। ভোট পড়েছে ১১৪৮। নির্বাচন ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো। একই ব্লকে সাগর সৈকত মহিলা স্বনির্ভর সংঘের নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তৃণমূল। এখানে মোট আসন ১৬টি। যার মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে দশটি, বিজেপি পাঁচটি এবং নির্দল একটি। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীতকুমার পট্টনায়ক বলেন, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন। আগের থেকে দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে পেরেছি। এটি একমাত্র আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্য সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল পুরুলিয়ায়

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাম জমানা থেকে আজ অবধি শুধুই আশ্বাস। ঝালদা এলাকায় আজও চালু হয়নি বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল। বিড়ি শ্রমিকরা পাননি কেন্দ্রীয় সহায়তা। তাই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং বিজেপির বাংলাবিরোধী মনোভাবের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে শনিবার বিকেলে বিশাল মিছিল হল ঝালদা দু'নম্বর ব্লকের জিউদারু এলাকায়। পুরুলিয়া জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আনসারি, ঝালদা দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক সিংহ প্রমুখ। উজ্জ্বল কুমার বলেন, রাজ্য সরকার বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি সহায়তা দিলেও কেন্দ্র কিছুই করছে না। ঝালদা এক ও দু নম্বর ব্লক, জয়পুর এবং আড়সার লক্ষাধিক মানুষ বিড়িশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা স্বভাবতই স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভোগেন। সেই কারণেই ঝালদার অদূরে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্র সেই হাসপাতাল চালু না করায় অসহায় হয়ে রয়েছেন শ্রমিকরা।

খেজুরিতে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা হল

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরি-১ ব্লকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন হল শনিবার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি-১ ব্লক এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক। এদিন ওই খেজুরি-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কামারদা এলাকায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্সেরও উদ্বোধন করেন তিনি। পাশাপাশি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের আবক্ষমূর্তির উন্মোচন করেন সভাধিপতি। বিডিও অফিসের কাছে স্টল রুমেরও উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও ব্লক জনস্বাস্থ্য ইউনিট ভবনের সূচনা হয় এদিন। ফিতে কেটে সূচনা করেন সভাধিপতি উত্তম বারিক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নমিতা নায়ক, সহ-সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন প্রমুখ।

খুনের পরও নির্লিপ্ত দেশরাজ ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের

সংবাদদাতা, নদিয়া : সুদূর উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্ত থেকে নদিয়া জেলা পুলিশের টিম কৃষ্ণনগরের তরুণী হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিংকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ২ সেপ্টেম্বর। তারপরই তাকে আদালতে পেশ করলে জেল হেফাজত দেন বিচারক। ঘূর্ণির নদিয়া জেলা সংশোধনাগারে ৪ সেপ্টেম্বর টিআই (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন) প্যারেডে তাকে শনাক্ত করেন ঈশিতার ভাই ও মা। এরপরই আজ নদিয়া জেলা আদালতে পুনরায় পেশ করে পুলিশ এবং ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে সাতদিনের পুলিশি হেফাজত দেন বিচারক। আদালতে পেশ করার সময় নির্লিপ্ত দেখা গেল দেশরাজকে। মাথার চুল ঠিক করতে করতে আদালতের ঢোকে। বেরনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে ভাবলেশহীনভাবে আবার পুলিশে জিপে বসে পড়ে। মাত্র ১৯ বছর বয়সী এক যুবক কী করে এত হিংস্র হতে পারে এবং ঘটনার পরেও কোনও অনুশোচনা না থাকা ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। তাহলে সে কি এমন পরিবেশে মানুষ, যেখানে গোলাগুলি খুন-জখম দেখে সে অভ্যস্ত? নাকি সবটাই ফায়ার ফ্রি গেমের প্রভাব? কোথায় পিস্তল ফেলেছে, কোন রুট ধরে পালাচ্ছিল, কে কে সাহায্য করেছে, কেন ঈশিতাকে খুন করেছে— এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করলেন অনুব্রত

সংবাদদাতা, সিউড়ি : দুবরাজপুরে নবি দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন, তাঁদের নিন্দা করলেন। বললেন, তাঁরা অন্যায় করেন। তাঁর প্রশ্ন, কী অপরাধ মুখ্যমন্ত্রীর? তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ভালবাসেন, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলেন, মানুষের জন্য কাজ করেন, মানুষের রায়ে তিনি তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বাংলার। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চতুর্থবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন আগামী বছর। তাই মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা দলের সৈনিকদের মানুষের পাশে থাকার কথা বলেন। যে দুবরাজপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলে পরাজয় হয়েছিল, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুব্রত দুবরাজপুরবাসীর কাছে আহ্বান করেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রার্থীকে দুবরাজপুর থেকে বিপুল ভোটে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠাতে। যাতে দুবরাজপুরের মানুষ কোনওরকম উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত না হন।

রাজ্যে প্রথম অত্যাধুনিক মডেল আদালত দুর্গাপুরে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত মডেল আদালত ভবনের। শনিবার, রাজ্যের প্রথম এই মডেল আদালতের উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ছিলেন আইন, বিচার ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ ও মহকুমা আদালতের বিচারকরা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইনজীবী ও সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল উপচে পড়া। প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে দুর্গাপুরের এই নতুন আদালত ভবন। অত্যাধুনিক এই মডেল আদালতে বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামো যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনই আইনজীবী ও সাধারণ মানুষের জন্যও তৈরি হয়েছে আরামদায়ক পরিবেশ। প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগ বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করে তুলবে।

আত্মঘাতী মহিলা

সংবাদদাতা, তমলুক : তমলুককে এক মহিলার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মহিলার নাম অঞ্জলি রুইদাস (৩৯)। বাড়ি হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায়। তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য তমলুকের শঙ্করআড়া এলাকায় বাপের বাড়িতে থাকতেন। দশ বছর আগে স্বামী মারা যান। দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

আসানসোলে জাল ওষুধ উদ্ধার ৪৫ লক্ষ টাকার। গ্রেফতার এক। নাম শতদল রায়। শতদলকে আসানসোল আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিয়েছে। বর্ধমান ড্রাগ কন্ট্রোলার ইসমাইল এলাকায় ওষুধ ব্যবসায়ী শতদলের বাড়িতে হানা দিয়েছিল

■ আজ দুর্গাপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে অ্যালয় স্টিল প্লান্টের আইএনটিটিইউসি এবং বিএমএস সংগঠন ছেড়ে ১৪৭ জন শ্রমিক জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আইএনটিটিইউসিতে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

■ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির। এই শিবিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেন, তাঁদের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও জানালেন মন্ত্রী পুলক রায়, শনিবার।

■ দুর্গাপুরে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে। ডেপুটেশন দিলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিখোঁজ বালকের দেহ পুকুরে দুই সন্দেহভাজনকে পিটিয়ে খুন

নদিয়ার তেহট্ট

সংবাদদাতা, তেহট্ট : গতকাল দুপুরের পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বছর নয়েকের বালকের। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তেহট্ট থানায় মিসিং ডায়েরি করেন বাবা। আজ সকালে সেই বালকের দেহ উদ্ধার হয় এলাকারই এক ডোবা থেকে, ত্রিপল মোড়া অবস্থায়। দেহ উদ্ধারের পরে দেখা যায় শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই জনরোষ উপচে পড়ে। শিশুমৃত্যুর ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে উৎপল মণ্ডল ও তাঁর বাড়ির বাসিন্দাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় উৎপল ও তাঁর স্ত্রী সোমার। আরেকজন মারাত্মক আহত হয়ে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি নদিয়ার তেহট্ট মহকুমার নিশ্চিন্তপুরের। মৃত ছাত্রের নাম স্বর্ণাভ বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। টোটোচালক উৎপল নাকি শিশুপাচারের সঙ্গে জড়িত, দাবি স্থানীয়দের। যেহেতু তাঁর বাড়ির পিছন থেকেই শিশুর দেহ উদ্ধার হয়, জনরোষ পড়ে তাঁরই উপর। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর করে আগুনও ধরিয়ে দেয়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কারও কারও দাবি, উৎপলের সঙ্গে পুরনো বিবাদ ছিল নিহত বালকের পরিবারের। যদিও সে দাবি খারিজ করে দিয়েছেন নিহতের বাবা। বলেন, আমার সঙ্গে ওর কোনও গোলমাল ছিল না। তাই ওকে সন্দেহও করিনি। পরে ওর বাড়ির কাছ থেকে ছেলের দেহ পেলাম। শুনলাম ওর স্ত্রী নাকি বলেছে, আমরাই মেরেছি। ছেলের শোকে বালকের মা কেঁদেই চলেছেন। মাঝে মাঝে জ্ঞানও হারাচ্ছেন। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর বাবাও। শুক্রবার স্কুল ছুটি ছিল। ছুটি থাকলে সারাদিন খেলায় মেতে থাকত স্বর্ণাভ। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর তিনটে নাগাদ বেরিয়ে যায়। সন্ধে ৬টার মধ্যে বাড়ি ফিরত। শুক্রবার আর বাড়ি ফেরেনি।

■ স্বর্ণাভ। ডানদিকে, উৎপল ও সোমা বিশ্বাস।

স্কুলে ফিরতে চান কাজল

সংবাদদাতা, বীরভূম : পড়াশোনা শেষ করেছেন। কিন্তু স্কুলে ফিরে যাওয়ার মোহ এখনও তাঁকে তাড়া করে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে লড়াই আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির চেয়ারে। তিনি আর কেউ নন, নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামের কাজল শেখ। শুক্রবার শিক্ষক দিবসের ছুটি থাকায় শনিবার পৌঁছে যান নানুর বিধানসভার নগরকড্ডা অঞ্চলের খুজুটিপারা রাধাগোবিন্দ জি ইউ বিদ্যালয়ে। পড়ুয়াদের সঙ্গে কাজল ফিরে গিয়েছিলেন নিজের ছাত্রজীবনে। পড়ুয়ারা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। কাজল পড়ুয়াদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ঘুরে ঘুরে দেখেন। শংসাপত্র দেন। পরিশেষে এক টেবিলে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান। অনুষ্ঠান শেষে বলেন, প্রত্যেক মানুষের জীবন গড়ে তোলার পিছনে শিক্ষক-শিক্ষিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের সমান। শিক্ষকদের আদর্শে সমাজ বেড়ে ওঠে। পড়ুয়াদের জীবন গড়ে। জীবনে সফল ও প্রতিষ্ঠা পেতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা করতে হবে।

■ পড়ুয়াদের মডেল দেখছেন কাজল শেখ।

হাতির তাণ্ডবে ক্ষুব্ধ, অবরোধ

বাঁকুড়া

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : হাতির হানায় ফসলের ক্ষতি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে শনিবার বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের বড়কুড়া গ্রামে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ ও বন দফতরের আধিকারিকরা অবরোধ তুলতে গেলে তাঁদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। সপ্তাহখানেক আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে ২৫টি হাতির দল বাঁকুড়ার বাঁকাদহ রেঞ্জে প্রবেশ করে। দলটি দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে প্রথমে সোনামুখী ও পরে বড়জোড়া ব্লকে আসে। দলটি বড়জোড়ায় পৌঁছে গেলেও সাত-আটটি আচমকাই পুরনো পথে ফিরতে শুরু করে। কার্যত দুদফায় ধানচাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অভিযোগ হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বন দফতরকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আধিকারিকরা জানান, নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। হাতি তাড়ানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

■ শহরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। রয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অভিনন্দন জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। শনিবার।

শিক্ষক দিবসে রণক্ষেত্র স্কুল, আহত বহু ছাত্র

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের লালনগর হাই স্কুল। দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে আহত কমপক্ষে আট ছাত্র। তাদের মধ্যে ছ'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের পর অভিভাবকরাও গোলমালে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। কয়েকজন আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী বাড়ি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে লালনগর গ্রামের কিছু বাসিন্দা কয়েকজনকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার রেশ যাতে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই কারণে পুলিশ প্রশাসনের তরফে দীর্ঘক্ষণ লালনগর এবং নওপাড়া-শিমুলিয়ার মধ্যে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে হরিহরপাড়া থানা এবং সংলগ্ন আরও কয়েকটি থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

কেন্দ্রের এসআইআর চক্রান্ত, সরব দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ

প্রতিবেদন : 'ডিটেনশন ক্যাম্প'— এই দুটো শব্দ বাংলার মানুষের মনে, বিশেষ করে প্রান্তিক পরিযায়ী শ্রমিকদের মনে এখন প্রধান ভীতির কারণ। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে এই ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করে বাঙালি, প্রান্তিক, গরিব মানুষদের বাংলাদেশি সন্দেহে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পথসভা করেছেন গণমঞ্চের সদস্যরা। এবার তাঁরা সভা করলেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে, শনিবার। বিপুল মানুষ ডিটেনশন ক্যাম্প নামক চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে গর্জে উঠলেন, জঙ্গিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে। ছিলেন মন্ত্রী আখরুজ্জামান, বিধায়ক ইমনি বিশ্বাস, মণিরুল ইসলাম, কানাই মণ্ডল সাংসদ খলিলুর রহমান প্রমুখ। গণমঞ্চের তরফে ছিলেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রদীপ্ত গুহঠাকুরতা, সুদেষ্ণা রায়, সৈকত মিত্র, নাজমুল হক, অমিত কালি, ভিভান ঘোষ, সুশান রায়, বর্ণালী মুখোপাধ্যায়, সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গণমঞ্চের তরফে প্রকাশিত 'আরএসএস-এর গ্রাসে ভারত' শীর্ষক বিশেষ সঙ্কলন দেওয়া হচ্ছে সাংসদ খলিলুর রহমানের হাতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

7 September, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মালদহে প্রতিবাদ সভায় জনস্রোত জানাল বিদ্বেষীদের জবাব দেবে মানুষ

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় গর্জে উঠল তৃণমূল

সংবাদদাতা, মালদহ: ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের অত্যাচার, ভাষা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রতিবাদ সভাগুলিতে দলের সঙ্গেই যোগ দিচ্ছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদের ঝড় তুলছেন তাঁরা। বিদ্বেষীদের জায়গা নেই বাংলাতে, এই স্লোগান তুলে সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা জবাব দেবেন।

শনিবার মালদহের সমাবেশেও ধরা দিল সেই ছবিই। এদিন চাঁচল ২ নং ব্লক তৃণমূলের ডাকে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, যিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের অধিকার রক্ষায় সরব হন। বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনও দমনমূলক

প্রতিবাদ সভায় সাধারণ মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ডানদিকে, মঞ্চে তাজমুল হোসেন, আবদুর রহিম বক্সি, লিপিকা বর্মন ঘোষ-সহ নেতৃত্ব। শনিবার।

নীতি কাজ করবে না।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল হাই, শিউলি বেগম, রেহেনা বিবি, ব্লক সভাপতি আবু কালাম আজাদ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা বলেন, বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমরা পিছু হটব না।

জনসমাগম ও স্লোগানের মাধ্যমে সমাবেশটি কেবল প্রতিবাদের নয়, বরং বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষায় রাজনৈতিক এক নতুন বার্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। নেতা-কর্মীরা স্থানীয়দের সচেতন করার পাশাপাশি আগামী দিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি দেন।

বাবাকে খুন, ধৃত ছেলে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাবাকে খুন। গ্রেফতার ছেলে। মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াসাবাড়ি চা-বাগানে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ছেলের বেদম মারধরে মৃত্যু হয় বৃদ্ধ পিতার। মৃতের নাম অশোক মালপাহাড়িয়া (৬৫)। অভিযুক্ত ছেলে কিরণ মালপাহাড়িয়া (৩০)। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বাবা-ছেলের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। সেই সময় ঘরে থাকা লাঠি দিয়ে কিরণ বাবাকে বেধড়ক মারধর করে। অশোকবাবু অচৈতন্য অবস্থায় ঘরে পড়ে ছিলেন। সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করে।

১৫৭ পড়ুয়া পেল সবুজসাথীর সাইকেল

সাইকেল পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

সংবাদদাতা, মালদহ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে গতি এসেছে। পড়ুয়াদের জন্য একের পর এক প্রকল্প এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছে সাইকেলও। শনিবার মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের খাসকোল হাইস্কুলের মাঠ ভরে উঠেছিল খুশির কোলাহলে। সারি সারি নতুন ঝকঝকে সাইকেল সাজানো, পাশে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস, প্রধান শিক্ষক ব্যোমকেশ সরকার প্রমুখ। অতিথিরা একে একে ১৫৭ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে সাইকেল তুলে দেন। কেউ হয়তো দূরের গ্রাম থেকে হেঁটে স্কুলে আসতে ক্লান্ত হত, কেউ বা প্রতিদিন দেরিতে পৌঁছত। আজ থেকে সেই দুশ্চিন্তার ইতি। এখন তাদের হাতে আছে সাইকেল—যা বইয়ের ব্যাগের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলবে ভবিষ্যতের স্বপ্নও। সাইকেল পেয়ে এক ছাত্রী হেসে বলল, এখন থেকে স্কুল যাওয়া অনেক সহজ হবে, আমি পড়াশোনায় আরও মন দেব। আর এই হাসিই প্রমাণ করে, সবুজসাথী প্রকল্প শুধু সাইকেল নয়, এটি এক নতুন দিগন্তের যাত্রা।

৪ অক্টোবর হিলকার্ট রোডে পুজো কার্নিভাল

সদস্যদের নিয়ে বৈঠক

বৈঠকে প্রশাসনের কর্তারা-সহ পুজো কমিটির সদস্যরা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আগামী ৪ অক্টোবর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে শুরু হবে উৎসব। সুষ্ঠুভাবে কার্নিভাল সম্পন্ন করতে শনিবার হল বৈঠক। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সভাকক্ষে বৈঠকে ছিলেন শহরের একাধিক পুজো উদ্যোক্তা, মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি ও ক্লাবের সদস্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। বৈঠক শেষে মেয়র গৌতম দেব জানান, গতবারের মতো এবছরও কার্নিভালে ১২ থেকে ১৩টি ক্লাব অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে কিছু পুরনো ক্লাব ছাড়াও নতুন ক্লাবও যুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নয়টি ক্লাব নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় কার্নিভাল আয়োজন করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। যদিও উদ্যোক্তাদের বিপুল খরচ হয় এই কার্নিভালে, তাই খানিকটা সাহায্য করবে পুরনিগম, তবে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নেওয়া সম্ভব নয়। মেয়র আরও জানান, গতবারের মতো এবারও জাঁকজমকভাবে আয়োজন করা হবে কার্নিভাল। শিলিগুড়ি এয়ার ভিউ মোড়ে তৈরি করা হবে মূল মঞ্চ। খুব শীঘ্রই কার্নিভালে কী কী বিশেষ চমক থাকছে, তাও জানানো হবে।

একইদিনে শতাধিক মানুষ পরিষেবা পেলেন শিবিরে

শিবিরের মঞ্চে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক খগেশ্বর রায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মানুষের মাঝে প্রশাসন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত মানুষ। শিবিরে পৌঁছে যাচ্ছেন নেতা-মন্ত্রীরা। তাঁরা কথা বলছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাঁদের কাছেই জানতে চাইছেন কোন কাজটি আগে প্রয়োজন। শনিবার রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বেলাকোবার সারিয়াম কালিবাড়ি বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার তৃণমূল সরকারের এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকাজুড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সংস্কৃতির রীতিনীতি মেনে বৈরাগী নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয় কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদ সভাধিপতি কৃষ্ণ রায় বর্মন, অতিরিক্ত জেলা শাসক রৌণক আগরওয়াল-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শিবিরে স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পেনশন-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি দেওয়া হয়। শতাধিক মানুষ এদিন সরকারি পরিষেবার সুফল গ্রহণ করেন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হল মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। আজকের এই শিবিরে সেই স্বপ্নই বাস্তব রূপ পেল। বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, আগে মানুষকে সরকারি অফিসে যেতে হত, আজ সরকারই মানুষের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে। রাজগঞ্জের মানুষ এই উদ্যোগে ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও, স্থানীয় বাসিন্দারা শিবিরে নিজেদের দাবি-দাওয়া ও সমস্যা তুলে ধরেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

7 September 2025 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

লাদাখের পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের সময় দক্ষিণ কোরিয়ার দুই অভিযাত্রী কোঙ্গামারুল্লার কাছে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। ভারতীয় সেনা হেলিকপ্টারে ১৭ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে তাঁদের উদ্ধার করে। চিকিৎসার সময় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে

গুজরাতে রোপওয়ে বিপর্যয়, নিহত ৬

ভয়াবহ রোপওয়ে দুর্ঘটনা মোদিরাজ্য গুজরাতের শক্তিপীঠ পাভাগড়ে। শনিবার বিকেলে হঠাৎই একটি পণ্যবাহী রোপওয়ে ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এঁদের মধ্যে দুই লিফটম্যান ও দুই কর্মীও আছেন। পঞ্চমহলের কালেক্টর জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৬। বাকি দু'জনের পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে। পণ্যবাহী রোপওয়ে হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা বেশি হয়নি। ঘটনার পর রোপওয়ে পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

যোগীরাজ্যে মহিলাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে নুড গ্যাং! ড্রোন উড়িয়ে খোঁজ

প্রতিবেদন: বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে এমনিতেই বিপন্ন নারীসুরক্ষা, এর উপর আবার নতুন আতঙ্ক শুরু। পরিকল্পিত অপরাধের শিকার হচ্ছেন মহিলারা। অভিযোগ উঠছে, রাজ্যে সক্রিয় অপরাধীদের একটি গ্যাং একা মহিলা দেখলেই মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করছে। স্থানীয় স্তরে ওঠা আরেকটি মারাত্মক অভিযোগও উঠছে। তা হল দলবেঁধে এই অপরাধীরা কার্যত নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় চারজন মহিলা একই ধরনের আক্রমণের শিকার হওয়ার পর টনক নড়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের। অপরাধী খুঁজতে এবার ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে

অজ্ঞাত অপরাধীদের ধরতে। বিরোধীদের অভিযোগ, যোগী প্রশাসন নারী সুরক্ষায় এতটাই উদাসীন যে এবার তার সুযোগ নিচ্ছে দলবদ্ধ দুষ্কৃতীদের গ্যাং।

বিপজ্জনক এই ঘটনাক্রমের প্রথমটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ভরালা গ্রামে। খেতের পাশের রাস্তা দিয়ে একা যাওয়ার সময়ে হঠাৎ দুই দুষ্কৃতী এক মহিলার উপর হামলা চালায়। তাঁকে পাশের খেতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। কোনওমতে চিৎকার করে ও পাল্টা আঘাত করে তিনি আত্মরক্ষা করেন। গ্রামে ফিরে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান, হামলাকারীরা উলঙ্গ ছিল। অন্য একটি ঘটনায় মিরাটের কাছে দৌরালা গ্রামের এক মহিলার উপর হামলা চালানো হয়। সেই সময়ে পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি স্কুলবাসের চালক ও খালাসি ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন ধর্ষণের হাত থেকে। সেই চালক ও খালাসিও বর্ণনা করেন, হামলাকারীরা উলঙ্গ ছিল। পরপর চারটি এই ধরনের ঘটনা ঘটে মিরাট এলাকায়। এরপর নড়েচড়ে বসে মিরাট পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় ড্রোন উড়িয়ে নুড গ্যাংয়ের খোঁজে তল্লাশি। যদিও এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য এখনও পুলিশের পক্ষে বের করা সম্ভব হয়নি। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হামলাকারীদের দেখেছেন শুধু গ্রামের মহিলারা। কোনও পুরুষের উপস্থিতিতে হামলা হয়নি মূলত। সেই সঙ্গে যে সময়ে হামলা হয়, মহিলারা আতঙ্কে বেশি কিছু মনেও রাখতে পারেননি। ফলে পুলিশের পক্ষেও এই হামলাকারীদের ধরা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে।

মুম্বই ওড়ানোর হুমকি দিয়ে উত্তরপ্রদেশে ধৃত

প্রতিবেদন: বিপুল আরডিএক্স দিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে মুম্বইয়ে এক কোটি মানুষকে হত্যার হুমকি দেওয়া ব্যক্তি ধরা পড়ল যোগীরাজ্যে। বিহারের ওই ব্যক্তি হুমকি পাঠিয়েছিল উত্তরপ্রদেশে বসে। শোরগোল ওঠার পর সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা গেলেও দেশের বাণিজ্যনগরী আদৌ কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, যদি এই হুমকি ভুয়ো হয় তবে বিহারের ওই ব্যক্তি কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে এমন কাজ করেছিল। যতক্ষণ না এর উত্তর মিলছে, ততক্ষণ নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে মুম্বইয়ে।

শুক্রবার মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটি মেসেজ আসে। তাতে হুমকি দেওয়া হয়, মুম্বইয়ের ৩৪টি গাড়িতে প্রায় ৪৫০ কেজি আরডিএক্স মজুত আছে। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটাতে পাকিস্তান থেকে ১৪ জঙ্গি মুম্বইয়ে প্রবেশ করেছে। মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের

যত কাণ্ড যোগীরাজ্যে

থেকে এই তথ্য পেয়ে তড়িঘড়ি তদন্তে নামে মুম্বই পুলিশ। সেই সূত্রে জানতে পারা যায়, উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় বসে হুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত। তারপরেই সে নিজের মোবাইল ফোন সুইচ-অফ করে দেয়।

মুম্বই পুলিশ নয়ডায় তদন্তে এসে স্থানীয় সূত্র ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গ্রেফতার করে অশ্বিনীকুমার সুপ্রা নামে ওই ব্যক্তিকে। জানা যায়, সে আদতে পাটনার বাসিন্দা। পেশায় জ্যোতিষী ও ব্যবসায়ী। পাশাপাশি অশ্বিনীকুমার যে দোকান থেকে সিমকার্ড কিনেছিল, সেই দোকানিকেও গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। তবে হুমকি মেসেজে যে সংগঠন লস্কর-ই-জেহাদির নাম ধৃত ব্যবহার করেছিল, তার আদৌ কোনও অস্তিত্ব রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের দাবি, এই মেসেজ নিতান্তই উড়ো বা ভুয়ো। যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোটা বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হবে না, এমনটাও জানানো হয়েছে। তবে মুম্বইয়ে হামলা চালানো সহজ না হলেও বাণিজ্যনগরীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও আতঙ্ক ছড়ানোর যে ছক বিহারের ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশে বসে কষেছে, তাতেই স্পষ্ট বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি অপরাধের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে।

এসএসসি পরীক্ষায় আজ ৩.১৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী

(প্রথম পাতার পর)

যদি সমস্যায় পড়েন তাহলে তাঁদের তৎক্ষণাৎ নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি-র তরফে জানানো হয়েছে, অতিবৃষ্টিতে কোথাও সেতু ভেঙে পড়লে বা জল জমলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। জঙ্গলমহল এলাকায় হাতির হামলা থেকে বাঁচিয়ে পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশের হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলোতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়াও পরীক্ষা কেন্দ্রে বেশ কিছু অ্যাম্বুল্যান্স রাখার কথা বলা হয়েছে।

এসএসসির মতো এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে নষ্ট করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে গদ্দার অধিকারী। একবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, একবার প্রশ্নপত্র বিক্রি— ইত্যাদি নিয়ে নানা চক্রান্ত। পরীক্ষা শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে ফেক খবর ছড়াতে গিয়ে নিজেই বিপাকে পড়েছে বিরোধী দলনেতা। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়ে অরিন্দম পাল নামে গদ্দার ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি কর্মী ফেসবুক থেকে প্রশ্ন বিক্রি নিয়ে মিথ্যে পোস্ট ছড়াতে থাকে। তদন্তে নেমে পুলিশ দেখতে পায় ওই ব্যক্তি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বলে লোক ঠকাতে চেয়েছিল। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। কোনও চক্রান্তকারীকে এক ইঞ্চি রেয়াত করতে প্রস্তুত নয় পুলিশ-প্রশাসন।

রাতে দেখা যাবে ব্লাড মুন

(প্রথম পাতার পর)

চাঁদের উপর পড়বে। তারপর তা ধীরে ধীরে গোটা চাঁদকে ঢেকে ফেলবে। রাত ১১টা ৫৭ মিনিট থেকে মূল গ্রহণপর্ব শুরু হয়ে চলবে রাত ১২টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত। এরপর চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবীর ছায়া থেকে বেরিয়ে আবার স্বমহিমায় দর্শন দেবে রাত ১টা ২৭ মিনিটে। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় সাধারণভাবেই চাঁদের রং হয় রক্তাভ লাল। সেই কারণেই তাকে 'ব্লাড মুন' বলা হয়।

শুধুমাত্র এশিয়া, বিশেষত ভারত ও চিন থেকেই এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সবচেয়ে ভাল দৃশ্যের সাক্ষী থাকবেন সাধারণ মানুষ। যা মিস করলে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের জন্য ভারতবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে আবার ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। চলতি বছরে ১৪ মার্চের পর এই দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য আংশিকভাবে উপভোগ করতে পারবেন ইউরোপ, পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মানুষ।

বিজেপিও যাবে মহাশূন্যে

(প্রথম পাতার পর)

মা-মাটি-মানুষের সরকারকে দমাতে পারেনি। ২০২৬-এও পারবে না। তাই আমাদের আরও সংঘবদ্ধভাবে মজবুত হয়ে মাঠে নামতে হবে। প্রয়োজনে মাথায় কাফন বেঁধে নামতে হবে যাতে বিজেপি এক ইঞ্চি জায়গা এখানে না পায়। যেভাবে বাংলার শ্রমিকদের ওরা অত্যাচার করছে বিভিন্ন রাজ্যে, মেরে ফেলছে, তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের দেখানো পথেই আমরাও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে আছি। থাকব। আমাদের সম্প্রীতির বাংলায় কোনওরকম ভেদাভেদের রাজনীতি আমরা সহ্য করব না। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ও।

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস এখন আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ। নেতৃত্বের উদ্দেশ্য বোড়োল্যান্ড গড়া।

দেশ বিদেশ

7 September, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বহুক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির কাজ সহজে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে করে দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এআই-এর প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন বহু মানুষ। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে অটোমেশন লক্ষাধিক হোয়াইট-কলার চাকরিকে বিলুপ্ত করতে পারে

ফের ডিগবাজি খেয়ে সুর নরম ট্রাম্পের

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ইতিবাচক, বলল ভারত

প্রতিবেদন: চিনের অন্ধকার আগ্রাসনে হারিয়ে যাবে ভারত ও রাশিয়া। নিজের দেওয়া এমন সতর্কবার্তাই এবার বদলে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ৫০ শতাংশের শুল্কবোঝা চাপানোর পরেও ভারতের অনমনীয় ভঙ্গিতে কিছুটা হতাশ ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার তাই সুর নরম করলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য নিজের দেশে এবং তাঁর রিপাবলিকান দলেও সমালোচনার মুখে ট্রাম্পকে। আগেরবার তাঁর ক্যাবিনেটে কাজ করেছেন এমন মার্কিন শীর্ষকর্তারাও বলছেন, প্রেসিডেন্টের খামখেয়ালি আচরণ ও ব্যক্তিগত অ্যাজেন্ডার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমেরিকার বিদেশনীতি। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে এবার আগের বয়ান কিছুটা বদলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট

বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক 'বিশেষ সম্পর্ক' রয়েছে এবং মাঝে মাঝে কিছু অন্যরকম মুহূর্ত এলেও তাতে উদ্বেগের কিছু নেই। ট্রাম্প আরও বলেন, যে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুই থাকবেন সবসময়। ট্রাম্পের এই মন্তব্যটি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ করা আগের বিতর্কিত পোস্টের কয়েক ঘণ্টা পরেই আসে। প্রসঙ্গত আগের পোস্টটিতে তিনি লিখেছিলেন, মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভারত এবং রাশিয়াকে গভীরতম, অন্ধকারাচ্ছন্ন চিনের কাছে হারিয়েছে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে ইতিবাচক মূল্যায়নকে গভীরভাবে প্রশংসা করেন। শনিবার ভারতের তরফে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুই দেশের সম্পর্কের প্রতি যে অনুভূতি এবং ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

আক্রান্ত ১০০ কোটি! জানাল হু-র রিপোর্ট

প্রতিবেদন: অতিমারির পর বদলে যাওয়া বিশ্বে সংকুচিত হচ্ছে কাজের পরিবেশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেড়ে নিচ্ছে কর্মসংস্থান। আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সংকটের জেরে ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশে বাড়ছে মানসিক রোগের সমস্যা। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ নানা রকম স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভোগেন। এরমধ্যে মানসিক রোগের বৃদ্ধির হার বিপজ্জনক। এই সংক্রান্ত দু'টি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে হু। একটির নাম 'ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেল্থ টুডে' এবং দ্বিতীয়টি হল 'মেন্টাল হেল্থ অ্যাটলাস ২০২৪'। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অতিমারির সময় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আমূল বদলে গিয়েছে। প্রচণ্ড বেড়েছে মানসিক চাপ। বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। নানাবিধ অনিশ্চয়তার মধ্যে বেড়েছে মানসিক চাপ, অবসাদ। যা প্রকারান্তর অতিমারির চেহারাই নিচ্ছে।

সমীক্ষায় বিশ্বব্যাপী নাগরিক স্বাধীনতার চিত্র

মাত্র ৩.৫% জনগণের আছে পূর্ণ স্বাধীনতা

প্রতিবেদন: নাগরিক স্বাধীনতার পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন আজও অধরা। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে বর্তমান বিশ্বে নাগরিক স্বাধীনতার যে মলিন ছবি উঠে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী অতি-নগণ্য অংশের মানুষই স্বাধীনতা ভোগ করে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের মাত্র ৪০টি দেশ, যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৩.৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তারাই নাগরিক স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে সম্মান করে। সমীক্ষাটি সতর্ক করে দিয়েছে, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিশ্ব জুড়ে এমনভাবে আক্রমণের মুখে পড়ছে, যা আমরা কয়েক দশক ধরে দেখিনি। জার্মানির ত্রাণ সংস্থা 'ব্রট ফুর ডি ওয়েল্ট' (বিশ্বের জন্য রুটি) এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই সংস্থার 'অ্যাটলাস অফ সিভিল সোসাইটি' প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশকে উন্মুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, সীমাবদ্ধ, অবদমিত ও বদ্ধ— এই পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রিয়া, এস্তোনিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি, নিউজিল্যান্ড এবং জামাইকা-সহ 'উন্মুক্ত' দেশগুলিতে বসবাসকারী মাত্র ২৮৪ মিলিয়ন মানুষ অবাধ নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীনতার সুরক্ষা ভোগ করে।

বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষায় কীভাবে ঠিক হয়েছে 'উন্মুক্ত' দেশের সংজ্ঞা? বলা হয়েছে, একটি দেশকে তখনই উন্মুক্ত বলা হবে যখন সেটি তার নাগরিকদের আইনি বা ব্যবহারিক বাধা ছাড়াই সমিতি গঠন করতে, পাবলিক-প্লেসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, তথ্যগ্রহণ করতে এবং তা প্রচার করতে অনুমতি দেয়। বিশ্ব জনসংখ্যার ১১.১ শতাংশ নিয়ে গঠিত ৪২টি দেশ দ্বিতীয় একটি বিভাগে তালিকাভুক্ত হয়েছে, সেখানে

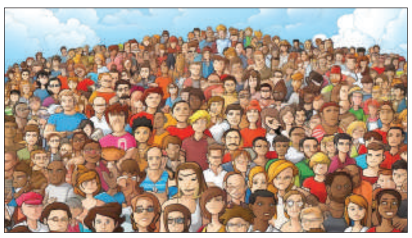

নাগরিক অধিকারগুলিকে 'ক্ষতিগ্রস্ত' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জার্মানি, স্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশগুলিতে সমাবেশ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা মূলত সম্মানিত হয়, তবে তা লঙ্ঘনের ঘটনাও রেকর্ড করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষ এমন দেশে বাস করে যেখানে নাগরিক সমাজ সীমাবদ্ধ, তাদের অধিকার অবদমিত হয় বা বন্ধ থাকে। এটি প্রায় সাত বিলিয়ন মানুষকে প্রভাবিত করে। এই সরকারগুলি নাগরিক স্বাধীনতাকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে এবং সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখতে অবদমন, গ্রেপ্তার বা হত্যা করে। এটি ১৯৭টি দেশের মধ্যে ১১৫টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে গ্রিস, যুক্তরাজ্য, হাঙ্গেরি এবং ইউক্রেন-সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ 'সীমাবদ্ধ' বিভাগে রয়েছে। আলজেরিয়া, মেক্সিকো এবং তুরস্ক সহ ৫১টি দেশে নাগরিক সমাজকে অবদমিত বলে মনে করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, এই দেশগুলিতে সরকার সমালোচকদের উপর নজরদারি করে, কারারুদ্ধ করে বা হত্যা করে এবং সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে। অবশেষে, রাশিয়া এবং আরও ২৮টি দেশকে 'বদ্ধ' হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে স্পষ্টতই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়। এই দেশগুলিতে সরকার বা শাসনের সমালোচনা কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য। 'ব্রট ফুর ডি ওয়েল্ট' তার বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির নাগরিক নেটওয়ার্ক দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে সম্পাদন করা হয়েছে। ১৯৭টি দেশ ও অঞ্চলের উপর হয়েছে সমীক্ষা। গত বছর জামাইকা, জাপান, স্লোভানিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, বতসোয়ানা, ফিজি, লাইবেরিয়া, পোল্যান্ড এবং বাংলাদেশ-সহ ন'টি দেশের মত প্রকাশের স্বাধীনতার রেটিং উন্নত হয়েছে। তবে, জর্জিয়া, বুর্কিনা ফাসো, কেনিয়া, পেরু, ইথিওপিয়া, এসওয়াতিনি, নেদারল্যান্ডস, মঙ্গোলিয়া এবং প্যালেস্টাইন অঞ্চল সহ নয়টি দেশের রেটিং আগের বছরের তুলনায় কমেছে। 'ব্রট ফুর ডি ওয়েল্ট'-এর সভাপতি ডাগমার প্রুইন সতর্ক করে বলেছেন, আইনের শাসন, ক্ষমতার বিভাজন এবং রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা থেকে সুরক্ষার ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে।

অর্থপাচার ও ক্রিপ্টোকারেন্সি

খালিস্তানি-সহ একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী তহবিল তৈরি করছে নাশকতার জন্য

প্রতিবেদন: ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে নয়াদিল্লির উদ্বেগকে সমর্থন করে কানাডার অর্থ বিভাগের এক নতুন প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে খালিস্তানি চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি সে-দেশে সক্রিয় রয়েছে এবং আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে।

কানাডায় অর্থপাচার এবং সন্ত্রাসবাদের জন্য অর্থায়ন শীর্ষক প্রতিবেদনে খালিস্তানিদের এমন জঙ্গিগোষ্ঠী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য সহিংসতা ব্যবহারে উৎসাহিত করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডার ফৌজদারি আইনে তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যেমন হামাস, হিজবুল্লা এবং খালিস্তানি চরমপন্থী গোষ্ঠী বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশন কানাডা থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যেই উঠে এসেছে এই তথ্য। কানাডায় অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের জন্য অর্থায়নের ঝুঁকির বিষয়ে ২০২৫ সালের মূল্যায়নে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই গোষ্ঠীগুলির আগে কানাডায় একটি বিস্তৃত তহবিল সংগ্রহের নেটওয়ার্ক

স্বীকার করে নিল কানাডা

ছিল, কিন্তু এখন সম্ভবত তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে। এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের আদর্শের প্রতি অনুগত কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিবেদনে আরও তুলে ধরা হয়েছে যে খালিস্তানি চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রবাসী সম্প্রদায় থেকে অনুদান সংগ্রহ করেছে এবং অলাভজনক সংস্থার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করেছে, যদিও এই আয় তাদের সামগ্রিক কার্যনির্বাহী বাজেটের একটি ছোট অংশ। খালিস্তানি-সহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংস চরমপন্থায় জড়িত গোষ্ঠীগুলির জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও অর্থায়নের এক উৎস হিসেবে কাজ করে। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। যার মধ্যে রয়েছে এমএসবি (মানি সার্ভিস বিজনেস) এবং ব্যাংকিং খাতের অপব্যবহার; ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার; রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন; দাতব্য ও এনপিও (অলাভজনক সংস্থা) খাতের অপব্যবহার; এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ।

তালিবানি ফতোয়ায় ব্রাত্য নারীরা, ভূকম্পে উদ্ধার শুধু পুরুষদের

প্রতিবেদন : ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান। কিন্তু 'ধর্মান্ধ' তালিবানের শাসনামলে সেই মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যেও মহিলাদের জীবন বিপন্ন। 'পরপুরুষের হাত যেন মহিলাদের শরীর স্পর্শ না করে...' এই তালিবানি ফতোয়ার জেরে ইট-কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মহিলাদের উদ্ধারই করা হচ্ছে না। ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে বাঁচানো হচ্ছে শুধুই পুরুষদের। কারণ, উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও তো সেই পুরুষই! শরিয়ত আইন মেনে চলতে গিয়ে সেই দল অবলীলায় উপেক্ষা করছে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মহিলাদের। ফলে সঠিক সময়ে উদ্ধার করলে যাও বা বাঁচার আশা থাকত, আফগানিস্তানের মহিলাদের জন্য এখন সেটাও দুষ্প্রাপ্য। ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তানের এই ছবি উঠে এসেছে এক মার্কিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে। তালিবানি শাসনের নিয়মানুযায়ী, একই পরিবারের সদস্য না হলে কোনও মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক সংযোগ ঘটতে পারে না। এমনকী, তাঁরা একে-অপরকে স্পর্শও করতে পারেন না। সরকারের সাফ নির্দেশ, জরুরি পরিস্থিতিতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে না। ফলে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে উদ্ধারকারীরা চাইলেও জখম মহিলাদের উদ্ধার করতে পারছেন না। বাঁচার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও ধ্বংসস্তূপে আটকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন মহিলারা।

৫ সেপ্টেম্বর অক্সফোর্ড বুকস্টোরে প্রকাশিত হয়েছে সৌরভ চক্রবর্তীর 'কলকাতা কসাইখানা' বইয়ের দে'জ সংস্করণ। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টজনেরা

পুজোয় কী লিখলেন?

প্রচেত গুপ্ত

নবকুমার বসু

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

দীপান্বিতা রায়

এইবছর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় কী লিখলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা, জেনে নিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

আসছে পুজো। প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। আরও কিছু প্রকাশের পথে। এই তালিকায় বাণিজ্যিক পত্রিকা যেমন আছে, তেমনই আছে লিটল ম্যাগাজিন। শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হত আগেও। সংখ্যায় ছিল কম। গত কয়েক বছরে বহুগুণ বেড়েছে। কবি-সাহিত্যিকেরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-কবিতা-ছড়া, নাটক-ভ্রমণ ইত্যাদি। এই বছর কী লিখলেন, কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেওয়া যাক।

দীর্ঘদিন দেশের বাইরে নবকুমার বসু। বিদেশের মাটিতে বসেই বাংলা সাহিত্যের সাধনা করেন। কথা হল তাঁর সঙ্গে। এইবারের লেখালেখি সম্পর্কে তিনি জানালেন, বাঙালি লেখকেরা পুজোর ঢাকের আওয়াজ সব থেকে আগে শুনতে পান। আশ্চর্য যে, কালাপানির এপার থেকে আমিও তা পাই। দশ-বারো-পনেরো হাজার শব্দের যেসব কাহিনিকে ইদানীং উপন্যাস বলে চালানো শুরু হয়েছে, আমি তাকে মান্যতা দিতে অপারগ। সুতরাং বড়গল্প হিসাবেই লিখেছি গোটা তিনেক। এবং তা একটি উপন্যাসের তিনটি পর্ব (যা নাকি কিছু লেখকের অভ্যেস) তাও না। তিনটি তিন ধারার রচনা। তিনটি ভিন্ন দিগন্ত। কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছি একটি ভ্রমণকাহিনি লেখার। আমেরিকার মিশিগান ও ওহায়ো রাজ্যের পটভূমিকায় 'মামাবাড়ি' শিরোনামের একটি রচনায়। আবার রম্যনিবন্ধ শব্দবন্ধটি আমিই সূচনা করেছিলাম বছর দশ আগে এবং সেই পর্বের লেখাও পাঠকপ্রিয় হয়েছে। সুতরাং কয়েকটি কাগজে তাও লিখেছি। বিষয়? ঠাকুর-শ্রীমা থেকে প্রবাসীদের কথা এবং সাহিত্যের নামে বর্তমান উন্মাদনার কথাও আছে বইকি! নাতি-নাতনির কথা মনে হয় লেখার সময়। গল্প তখন আপনি রচিত হয় কোনও ছোটদের কাগজের জন্য। আমার নিজের নাহোক, অন্য নাতি-নাতনিরা তো পড়বে! কী জানি, বোধহয় পড়ে। ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্টতাকে নিয়ে লিখেছি বড়গল্প। সেই তো হরে-দরে হাঁটুজল হয়েই গেল! আবার অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো স্মৃতিচারণ পর্বে বাবার কথা লিখব না, তা তো হয় না। জীবনের সেই আত্মবিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও সাহিত্যিকের নতুন কিছু কথা লিখেছি। তারপর? নির্জন প্রবাসের উদাসী শীতল অটামের সূচনা থেকে আবার অবগাহন করেছি জীবনোপন্যাসের নিবিড় অনুশীলন আর চর্চায়। কাগজ তো হাতে পাই না, তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকব নভেম্বর পর্যন্ত, সুদূরের পিয়াসী হয়ে।

এবারও নানা বিষয়ের লেখা উপহার দিয়েছেন প্রচেত গুপ্ত। জোর দিলেন দুটি লেখার উপর। বললেন, ''একটা সাগরের গল্প লিখেছি। রূপকথা। নাম 'সাগর ও কর্ণফুলি'। আর একটা ছোটদের গল্প লিখে খুব খুশি হয়েছি। দুটোতেই কল্পনার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে একটা সুন্দর জীবনের কথা বলা হয়েছে। কোনও নীতিশিক্ষা নয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই খুব সুন্দর জীবন লুকিয়ে থাকে। সেই সুন্দর জীবনকে মাঝেমধ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বের করে আনা উচিত। খারাপ জীবন দুঃখের জীবন তো থাকবেই। যাই হোক, এবার সেই উচিতের কাজটিই করেছি দুটো গল্প লিখে। একটা ছোটদের গল্পে। সেখানে একটা পরিবারে চেয়ার-টেবিলের কথা আছে। বড়দের গল্পে আছে একটি মেয়ের কথা। তার বিয়ে ভাঙা ইত্যাদি বিষয়ে। এখানে সাগর রূপকার নয়, দর্শকের ভূমিকায়। এবারের পুজোয় এই দুটোই আমার বলার মতো লেখা। পাশাপাশি উপন্যাস লিখেছি। সঙ্গে আরও কিছু লেখা।''

ছোট-বড় সববয়সি পাঠকদের জন্য লেখেন দীপান্বিতা রায়। এবারের পুজোর লেখালিখি সম্পর্কে তিনি জানালেন, ছোটদের-বড়দের মিলিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা সাত। উপন্যাসিকা বলাই ভাল। এর মধ্যে থ্রিলার আছে বেশ কয়েকখানা। আমার কিশোরদের প্রিয় চরিত্র রেনো-বেটো আর দিনু টিকটিকি বেরিয়েছে এবার। প্রাপ্তবয়স্কদের গোয়েন্দা চরিত্র মেঘনাদও বাদ যায়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক উপন্যাসও লিখেছি। আছে নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসিকা এবং বড় গল্পও। এ-ছাড়া ছোটদের এবং বড়দের জন্য গল্প লিখেছি। ভূত, গোয়েন্দা, রূপকথা— এসব তো আছেই। এ-ছাড়াও মানবিক গল্পও লিখলাম বেশ কয়েকটি। বড়দের জন্যও মজার গল্প লিখেছি। তবে তার সঙ্গে সিরিয়াস গল্পও লিখেছি গোটা চার-পাঁচ। আমি সাধারণত আমার লেখায় সমসাময়িক সময় এবং সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কথা হল স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, এবার পুজোয় ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখেছি। ছোটদের জন্য একটি উপন্যাসও লিখেছি, 'রক্তাক্ত গুপ্তধন'। পাশাপাশি বড়দের উপন্যাস লিখেছি, 'বাউল সুতো'। এগুলো বাণিজ্যিক পত্রিকায়। কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনেও লিখেছি। কিছু কবিতা ও ছড়া। আমার প্রথম পুজোর লেখা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৬ সালে। প্রায় ২০ বছর আগে।

স্মারক গ্রন্থ

» সেই কলেজে পড়তে পড়তেই গান এবং কবিতা লেখার হাতে খড়ি। পাশাপাশি পরিবেশচর্চা। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্টের ঝক্কি সামলে কবিতাকে ভালবেসে পরিণত বয়সে পোয়েটস ফাউন্ডেশন স্থাপন করে দেশি ও বিদেশি ভাষায় কবিতার অনুবাদ-সহ কবিতা নিয়ে নানান কর্মকাণ্ড চলছেই। সমাজসেবায় নিরলস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মানুষটিকে নিয়ে ১৯০ পৃষ্ঠার 'প্রদীপ কুমার চৌধুরী ৮০' একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে 'পরম্পরা' প্রকাশন সংস্থা। ৩০০ টাকার ১৯০ পৃষ্ঠার বইটিতে তাঁর রচনাংশ-সহ নানান দিক আলোচিত হয়েছে। ন্যাচারাল শেড কাগজে ঝকঝকে মুদ্রণ-পারিপাট্য— আশা করা যায় বইটি প্রশংসিত হবে।

চন্দ্রায়ণ অথবা

» জিজ্ঞাসা, অব্যয়, ঈগল, চিল ইত্যাদি পত্রিকায় দীর্ঘ ৪০-৪৫ বছর ধরে কবিতার পাশাপাশি নানান স্বাদের গল্প লিখে চলেছেন গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ১০টি গল্প নিয়ে বাংলা কবিতা আকাইভ প্রকাশ করল 'চন্দ্রায়ণ অথবা নেহাৎ বেঁচে থাকার গল্প'। বাস্তবতা কল্পনা বিষণ্ণতা এবং বিপন্নতার মিশেলে 'শাস্তি', 'অস্তিত্ব', 'সমাপতন', 'জন্মদিনের পায়েসে'র মতো গল্পগুলি পাঠকদের ভাল লাগবে। শীর্ষনামের গল্পটি পড়ে ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়। ২০০ টাকা দামের বইটির প্রচ্ছদ শ্যামল জানার।

সৃজন

» এই সময়ের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সৃজন'। সহস্রাধিক কবিতা লিখিয়ে। তাঁদের মধ্যে ৭০ জনকে বেছে নেওয়া সত্যিই দুরূহ কাজ। রথীন কর, আশিস মিশ্র, মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি, সুশান্ত সৎপতি, বিরূপাক্ষ পণ্ডা-সহ খ্যাত ও আপাত-অখ্যাত সত্তর জন কবি নির্বাচন করে বরিষ্ঠ সম্পাদক লক্ষ্মণ কর্মকার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মূল্যবান তথ্যে তনুশ্রী ভট্টাচার্যের কবির অনুভব সম্পর্কিত গদ্যরচনাটি পড়তে ভাল লাগে। ৭০ টাকার আইএসএসএন-স্বীকৃত পত্রিকার নির্ভুল মুদ্রণ প্রশংসাযোগ্য।

মাঠে ময়দানে
7 September, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

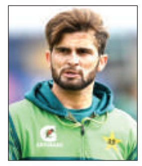

বিরাট কোহলি ভাল। কিন্তু হাসিম আমলা আরও ভাল। দুই ক্রিকেটারের এমনই মূল্যায়ন করলেন শাহিন আফ্রিদি

বিশ্বকাপের উদ্বোধন বয়কট পাকিস্তানের

শ্রেয়ার গানেও মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ফতিমারা

পাক মহিলা দলের অধিনায়ক ফতিমা সানা।

লাহোর, ৬ সেপ্টেম্বর : ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতে শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সেদিন গুয়াহাটিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রয়েছে। গান গাইবেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাকি দলের অধিনায়ক এবং ক্রিকেটাররা থাকলেও থাকবে না পাকিস্তানের কোনও প্রতিনিধি। ফতিমা সানা বা কোনও ক্রিকেটার যে অনুষ্ঠানে থাকবেন না, সেই খবর নিশ্চিত করেছে পাক সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।

বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে এমনিতেই ভারতে আসবে না পাকিস্তানের মহিলা দল। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই আইসিসি-র মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান বোর্ডের মধ্যে। ভারত যেমন পাকিস্তানে খেলতে যায় না, তেমনই পাক দলও ভারতে এসে খেলবে না। কিন্তু দু'দেশের কেউ বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপের মতো প্রতিযোগিতার আয়োজক হলে অন্য দেশটি তাদের সব ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ দেশে। সেই অনুযায়ী, বিশ্বকাপের সব ম্যাচ সানারা খেলবেন শ্রীলঙ্কায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তত দলের অধিনায়ককে পাঠানোর প্রোটোকল রয়েছে। কিন্তু গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিসিসিআই লাহোরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঠায়নি অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। তাই হয়তো মেয়েদের বিশ্বকাপেও পাকিস্তান পাঠাচ্ছে না সানা বা টিমের কোনও প্রতিনিধিকে। সবমিলিয়ে মাঠে বল পড়ার আগেই লড়াই শুরু হয়ে গেল।

শচীন-জল্পনা নিয়েই বোর্ড এজিএম ২৮শে

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : শচীন তেন্ডুলকর কি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরে নতুন সভাপতি হচ্ছেন? কোটি টাকার প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহী সবাই। শচীনকে নিয়ে জল্পনার মধ্যেই শনিবার বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ ফাইনালের দিন মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে হবে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটতে পারে এজিএমের দিন অথবা তার আগেই।

ইংল্যান্ডে শচীনকে বোর্ড সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। কিন্তু সূত্রের খবর, একশো আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক বোর্ড প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নন। এর আগে বোর্ডে ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটিতে থাকলেও ব্যস্ততার সভাপতি পদ গ্রহণ করা নিয়ে দ্বিধায় শচীন। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছেন তিনি। শচীন রাজি না হলে কেন্দ্রীয় নীতি মেনে অন্য কোনও হেভিওয়েট প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সভাপতি পদে আনার চেষ্টা করতে পারে বোর্ড। না হলে অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্বে থাকা রাজীব শুক্লার সামনে আগামী তিন বছরের জন্য বোর্ডের হটসিটে বসার সুযোগ চলে আসতে পারে।

জাতীয় ক্রীড়া বিল নয়, লোধা আইন মেনেই বোর্ড নির্বাচন হবে। তাই ১৯ জুলাই ৭০ বছর পূর্ণ হতেই সভাপতি পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রজার বিনি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে সচিব দেবজিত সইকিয়া জানিয়েছেন সভাপতি, সহসভাপতি, সচিব, যুগ্মসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ— এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের নতুন চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হবেন। পাশাপাশি অ্যাপেক্স কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নির্বাচনও অ্যাজেন্ডায় রয়েছে। একইদিনে ওম্বাডসম্যান ও এথিক্স অফিসারও নিয়োগ হবে। শোনা যাচ্ছে, সচিব, যুগ্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে বর্তমান পদাধিকারীরাই বহাল থাকতে পারেন। তবে সভাপতি, সহসভাপতি পদে ভোটাভুটি কার্যত নিশ্চিত। আইপিএল চেয়ারম্যান পদে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অরুণ ধুমালের জায়গায় আসতে পারেন বোর্ডের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অমিতাভ চৌধুরী। দৌড়ে নাকি রয়েছেন গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য বাংলার অভিষেক ডালমিয়াও।

ফের আলকারেজ বনাম সিনার

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে মুখোমুখি কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনার। চলতি বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার! এর আগে সিনারকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আলকারেজ। উইম্বলডন ফাইনালে আবার স্প্যানিশ তারকাকে টেক্কা দিয়েছিলেন সিনার। এবার ইউএস ওপেনে কী হবে?

সেমিফাইনালে আলকারেজ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছিলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নোভাক জকোভিচকে। আড়াই ঘণ্টারও কম সময়ে ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪), ৬-২ ফলে ম্যাচ জিতে নেন তিনি। অথচ এর আগে জকোভিচের বিরুদ্ধে হার্ড কোর্টে কোনও জয় ছিল না আলকারেজের। মুখোমুখি সাক্ষাতেও ৩-৫ ফলে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও শুরু থেকেই কোর্টে ঝড় তোলেন স্প্যানিশ তারকা। দ্বিতীয় সেটা জকোভিচ কিছুটা লড়াই করলেন, কিন্তু আলকারেজের স্ট্রেট সেটে জয় রুখতে পারেননি। ম্যাচ চলাকালীন একটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, দ্বিতীয় সেটের পর, মেডিক্যাল বিরতিও নিতে বাধ্য হন জকোভিচ।

মজার বিষয়, ম্যাচের পর প্রতিদ্বন্দ্বী জকোভিচকে নিয়ে একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি আলকারেজ। বরং বলেন, আমি এখনও নিজের সেরা ফর্মে ফিরতে পারিনি। তবে চেষ্টা করছি ভাল খেলার। আগের থেকে অনেক কম ভুল করেছি। সার্ভিসেও উন্নতি করেছি। সবথেকে বড় ব্যাপার, শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে রয়েছি। এর জন্যই দ্বিতীয়বার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলাম।

এদিকে, টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার থেকে আর মাত্র একটা জয়ের দূরত্বে সিনার। সেমিফাইনালে তিনি চার সেটের লড়াইয়ের পর, ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ ফলে হারিয়েছেন কানাডার ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমেকে। এই নিয়ে হার্ড কোর্টে টানা ২৭টি ম্যাচ জিতলেন সিনার। এবার সামনে আলকারেজ। দু'জনে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছেন। আলকারেজ জিতেছেন ন'বার। সিনার পাঁচবার।

ফাইনালে উঠে সিনার বলেছেন, ২০২২ সালে এই কোর্টেই দু'জনে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিলাম। ওই ম্যাচটা আমাদের পরিচিতি দিয়েছিল। তার পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আলকারেজ আর সেই আলকারেজ নেই। আমিও সেই সিনার নই। দু'জনেই অনেক উন্নতি করেছি। তাই এবারও কঠিন লড়াই হবে।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে তারুণ্যের লড়াই। আলকারেজ না সিনার, কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

গ্র্যান্ড সুইস দাবায় গুকেশের ড্র

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : উজবেকিস্তানে আয়োজিত গ্র্যান্ড সুইস দাবায় নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করলেন ডি গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দাবাড়ুকে রুখে দিয়ে বড় চমক দিয়েছে ১৪ বছর বয়সী তুর্কি দাবাড়ু ইয়াগিজ খান এরদোগমুশ। ম্যাচের অধিকাংশ সময় গুকেশ এগিয়ে থাকলেও, ৪০তম চালে ভুল করে বসেন। ফলে শেষ পর্যন্ত জেতা ম্যাচ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে, আরেক ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি আর্মেনিয়ার হাইক মার্তিরোসিয়ানের বিরুদ্ধে জিতেছেন। মেয়েদের বিভাগে আর বৈশালী ডাচ দাবাড়ু ইলিন রোবার্সকে হারিয়েছেন। টানা দু'টি জয়ের সুবাদে তিনি এখন শীর্ষে।

হেরেও জকোর চোখ গ্র্যান্ড স্ল্যামেই

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসর থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে নোভাক জকোভিচকে। তবে এখনই পেশাদার সার্কিট থেকে অবসর নিচ্ছেন না ৩৮ বছর বয়সি সার্ব তারকা। বরং সাফ জানাচ্ছেন, আরও অন্তত একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিততে চান।

২০২৩ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ই জকোভিচের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম সাফল্য। এবছর চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। কার্লোস আলকারেজের কাছে হেরে ইউএস ওপেন থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে জকোভিচ বলেন, একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই, আমি অবসর নিচ্ছি না। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার আশাও ছাড়ছি না। লড়াই চালিয়ে যাব। অন্তত আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে চাই। কিন্তু কাজটা যে কঠিন, সেটাও আমি জানি।

ছেলেদের টেনিসে সবথেকে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম (২৪টি) জিতেছেন। তবে এই বয়সে তরুণদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে তাঁর পক্ষে কঠিন, সেটা অকপটে মেনে নিচ্ছেন জকোভিচ। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতেও সিনার ও আলকারেজকে হারানো আমার পক্ষে কঠিন। বিশেষ করে, পাঁচ সেটের ম্যাচে। তিন সেটের ম্যাচ হলে তবুও একটা সুযোগ থাকবে। কিন্তু পাঁচ সেটে নয়।

জকোভিচ আরও বলেছেন, দ্বিতীয় সেটের পর দমে ঘাটতি হচ্ছিল। আমার ধারণা, দুই সেটের লড়াইয়ের মতো দম আমার আছে। কিন্তু তার পর থেকে আর আলকারেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলাম না। সিনারের সঙ্গেও ম্যাচে একই সমস্যা হয়েছিল। ওদের বিরুদ্ধে পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলা খুব কঠিন। তাও আবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ দিকে।

এখনই বিদায় বোলো না। হেরে কোর্ট ছাড়ছেন জকো।

সিএবি-র আম্পায়ারদের উদ্যোগে রক্তদান ও হেলথ চেক-আপ শিবির হল শনিবার। উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

চিনকে উড়িয়ে ফাইনালে ভারত

ভারতীয়দের গোল-উৎসব। এশিয়া কাপ হকির সুপার ফোরের ম্যাচে চিনকে গোলে ভাসিয়ে ফাইনালে হরমনপ্রীতরা। শনিবার রাজগিরে।

রাজগির, ৬ সেপ্টেম্বর : চিনকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করে এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে ভারত। শনিবার চিনাদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করলেন হরমনপ্রীত সিংরা। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরের শীর্ষে থেকেই ফাইনালে খেলবে ভারত। আর এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেই আগামী বছরের বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যাবেন হরমনপ্রীতরা।

রবিবার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া। এদিন টানটান উত্তেজনার মধ্যে মালয়েশিয়াকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন কোরিয়ানরা। ফলে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরের দ্বিতীয় স্থানে থেকে মালয়েশিয়াকে (৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট) ছিটকে দিল কোরিয়া। প্রসঙ্গত, সুপার ফোরে ভারত-কোরিয়া ম্যাচ ২-২ ড্র হয়েছিল।

শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তুলে প্রথম কোয়ার্টারেই দু'গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। চার মিনিটে শিলানন্দ লাকড়া প্রথম গোলটি করেন। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে জোরালো হিটে চিনা গোলকিপারকে পরাস্ত করেন শিবানন্দ। তিন মিনিট পরেই দিলপ্রীত সিংয়ের গোলে ২-০। পেনাল্টি কর্নার থেকে জোরালো হিট নিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। বল পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করতে পারেনি চিনা রক্ষণ। ফিরতি বল জালে জড়ান দিলপ্রীত।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের খেলা মিনিট তিনেক গড়াতে না গড়াতেই তৃতীয় গোল তুলে নেয় ভারত। এবার গোল করেন মনদীপ সিং। এবারও পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীতের হিট বিপন্মুক্ত করতে পারেনি চিনা রক্ষণ। ফিরতি বলে বিবেক প্রসাদের শট চিনা গোলকিপারের প্যাড থেকে ছিটকে আসতেই, গোল করে যান ওঁৎ পেতে থাকা মনদীপ। বিরতির সময় ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল ভারত।

তৃতীয় কোয়ার্টারেও ভারতের গোল উৎসব বজায় ছিল। ৩৭ মিনিটে রাজকুমার পালের গোলের ৪-০। দু'মিনিট পরেই ৫-০ করেন সুখজিৎ সিং। চতুর্থ কোয়ার্টারেও ভারতীয়দের দাপট ছিল অব্যাহত। ৫৬ ও ৫০ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করেন অভিষেক।

সুয়ারেজের নির্বাসন

ফ্লোরিডা : থুতু-কাণ্ডে বড় শাস্তি পেলেন লুইস সুয়ারেজ। লিগস কাপের ফাইনালে প্রতিপক্ষ সিয়াটল সাউন্ডার্সের এক কোচিং স্টাফের গায়ে থুতু দিয়েছিলেন সুয়ারেজ। এই অপরাধে ইন্টার মায়ামির তারকা স্ট্রাইকারকে ছয় ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। শাস্তি পেয়েছেন ইন্টার মায়ামির আরও দুই ফুটবলার সের্জিও বুসকেটস ও তোমাস আভিলেসও। সেদিন বুসকেটস প্রতিপক্ষের ফুটবলার ওবেদ ভার্গাসকে ঘুষি মেরেছিলেন। তাঁকে দু'ম্যাচ এবং আভিলেসকে তিন ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। একই অপরাধে সিয়াটলের অন্যতম কোচিং স্টাফ স্টিভেন লেনহার্টকে পাঁচ ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা আগেই নিজের অপরাধের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন সুয়ারেজ। তাতেও শাস্তি এড়াতে পারলেন না।

আহত এনরিকে

প্যারিস : সাইক্লিং করতে গিয়ে বড় চোট পেলেন লুইস এনরিকে। পিএসজি কোচের কলারবোন ভেঙেছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি। যা পরিস্থিতি, তাতে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। পিএসজি ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাইক্লিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এনরিকে। ওঁর কলারবোন ভেঙে গিয়েছে। আপাতত তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচার করতে হবে। ক্লাব এনরিকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে। প্রসঙ্গত, এনরিকে বরাবরই সাইক্লিং করতে পছন্দ করেন। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় আট দিনে ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইক্লিং টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণও করেছিলেন স্প্যানিশ কোচ।

সুপার কাপ

নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আইএসএল-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মার্কেটিং পার্টনার খুঁজতে টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু করতে শনিবার বেশি রাতে জরুরি কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডেকেছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে টেন্ডার কমিটি গড়ার পাশাপাশি তিন সদস্যের তদারকি কমিটি গড়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সুপার কাপ পিছিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি করতে চাইছে ফেডারেশন। কিন্তু আইএসএলের দিনক্ষণ ঠিক না হলে কোনও ক্লাবই সুপার কাপে খেলবে না। তাই সুপার কাপ দিয়ে মরশুম শুরু অসম্ভব মনে হচ্ছে।

জাপানের সঙ্গে ড্র মেয়েদের

হাংঝাউ, ৬ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের এশিয়া কাপ হকিতে দু-দু'বার পিছিয়ে পড়েও গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে ২-২ গোলে রুখে দিল ভারত। পুল 'বি'-র হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ১০ মিনিটেই জাপানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হিরোকা মুরায়ামা। পিছিয়ে পড়ে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ান ভারতীয় মেয়েরা। ৩০ মিনিটেই ঋতাজা দাদাসোর গোলে ১-১ করে দেয় ভারত। এর পর দু'দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল। ফলে ম্যাচ রীতিমতো জমে উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় সমর্থকদের স্তব্ধ করে দিয়ে ম্যাচ শেষ হওয়ার দু'মিনিট আগে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় জাপান। গোলদাতা চিকো ফুজিবায়াশি। সবাই যখন ধরেই নিয়েছে ভারত হারছে, তখনই ম্যাচের একেবারের অন্তিম মুহূর্তে নভনীত কৌরের গোলে ২-২ করে দেয় ভারতীয় দল। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পুলের শীর্ষে রইল ভারত। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট পেলেও, গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জাপান। সোমবার সিঙ্গাপুরকে হারালেই সুপার ফোরে জায়গা করে নেবেন নভনীতরা।

ওমান ম্যাচে সন্দেশই প্রেরণা আনোয়ারদের

হিসোর, ৬ সেপ্টেম্বর : জয়, হার, ড্র— প্রথমবার কাফা নেশনস কাপ খেলতে নেমে খালিদ জামিলের রিপোর্ট কার্ড মন্দ নয়। কোচের হটসিটে অভিষেকে খালিদের পারফরম্যান্সও সন্তোষজনক। আয়োজক তাজাকিস্তানকে পিছনে ফেলে গ্রুপ রানার্স হয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক প্লে-অফ ম্যাচ খেলবে ভারত। সোমবার ব্লু টাইগার্সের সামনে ফিফা ক্রমতালিকায় ৭৯ নম্বরে থাকা ওমান। সোমবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় খেলা। শেষ ছ'বারের সাক্ষাতে ওমান জিতেছে পাঁচবারই। এই ম্যাচকে ভারতীয় শিবির এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ধারণ পর্বের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে।

প্রস্তুতিতে আনোয়ার।

আগামী ৯ এবং ১৪ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ভারত। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জনের নিরিখে এই দুই ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের কাছে। ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি বলছেন, আগামী মাসে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের জন্য আমাদের ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার খুব ভাল সুযোগ এই ম্যাচটায়। সোমবারে ম্যাচে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান পাওয়ার চেষ্টা করব।

ইরানের বিরুদ্ধে চোয়ালে চোট পেয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। তাঁর মতো অভিজ্ঞ সিনিয়র ডিফেন্ডারকে মিস করছেন আনোয়ার। সন্দেশের অনুপস্থিতিতে আফগানিস্তান ম্যাচে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন আনোয়ার। তিনি বলেন, সন্দেশ ভাইকে আমরা প্রচণ্ডভাবে মিস করছি। কিন্তু এটাই ফুটবল। আমরা আশা করছি, তাড়াতাড়ি সে দলে ফিরবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের সন্দেশের নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করে তার জায়গা পূরণ করতে হবে। আমি খুশি হয়েছি, আগের ম্যাচে ফলাফল ঠিকঠাক হওয়ায়। আমি হয়তো ম্যাচের সেরা হয়েছি। কিন্তু দিনের শেষে টিমওয়ার্কই আসল।

সুলঞ্জনার হ্যাটট্রিক

সাত গোলে জয় বাংলার

প্রতিবেদন : সুলঞ্জনা রাউলের হ্যাটট্রিক। ৭-০ গোলে জিতে জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে যাত্রা শুরু বাংলার। কৃষ্ণনগরের মাঠে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সেভেন স্টার পারফরম্যান্স বাংলার মেয়েদের। সুলঞ্জনা, সুস্মিতা লেপচা, রিম্পা হালদারদের ঝড়ের সামনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেল মেঘালয়। প্রথমে সুলঞ্জনার গোলে এগিয়ে যায় বাংলা। তাঁর গোলেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে বঙ্গ ব্রিগেড। এরপর দূরপাল্লার শটে বিশ্বমানের গোল করেন সুস্মিতা। চতুর্থ গোল মৌসুমি মুর্মুর। বাংলার আক্রমণের ঝড়ের সামনে দিশেহারা মেঘালয় আরও দু'টি গোল হজম করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ গোল দু'টি করেন রিম্পা হালদার ও মমতা হাঁসদা। শেষ গোলটি করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন সুলঞ্জনা।

রোনাল্ডোর জোড়া গোল

আঁরিকে ছুঁলেন এমবাপে

ইয়েরেভান, ৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আর্মেনিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল পর্তুগাল। ক্লাবের পর দেশের জার্সিতেও উজ্জ্বল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এদিন জোড়া গোল করলেন পর্তুগিজ তারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা বেড়ে হল ১৪০! দ্বিতীয় গোলের পর কোচ তাঁকে তুলে না নিলে, এদিন হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। বিরতির আগেই তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পর্তুগাল। ১০ মিনিটে প্রথম গোল জোয়াও ফেলিক্সের। ২১ মিনিটে ২-০ করেন রোনাল্ডো। ৩২ মিনিটে তৃতীয় গোল জোয়াও কনসেলোর। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর এক মিনিটের মধ্যেই ফের গোল করেন রোনাল্ডো। ৬১ মিনিটে দলের পঞ্চম তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন ফেলিক্স।

রোনাল্ডোকে অভিনন্দন সতীর্থদের। শনিবার।

এদিকে, ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্স। ১০ মিনিটেই ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন উইঙ্গার মাইকেল ওলিসে। ৮২ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। আঁরেলিয়ে চুয়ামেনির উঁচু পাস থেকে বল পেয়ে বিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে টপকে বল জালে জড়ান তিনি। এই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাক্তন তারকা থিয়েরি আঁরির গোলের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন এমবাপে। ফ্রান্সের জার্সিতে ১২৩ ম্যাচে ৫১ গোল করেছিলেন আঁরি। ৯১ ম্যাচে ৫১ গোল হয়ে গেল এমবাপেরও। তবে ফ্রান্সের সবথেকে বেশি গোলের রেকর্ড এখনও অলিভার জিরুর (১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল) দখলে।

মাঠে ময়দানে
7 September, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গেমিং অ্যাপের নাম নেই জার্সিতে। দুবাইয়ে ভারতীয় দলকে দেখে খুশি ক্রিকেটপ্রেমীরা

গম্ভীর-মন্ত্রে চনমনে দল

দুবাইয়ে এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে নামার আগে গম্ভীরের ভাষণ। (ডানদিকে) নতুন চেহারায় হার্দিক এগোচ্ছেন ভারতীয় নেটের দিকে।

দুবাই, ৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় শিবিরে 'ফিল গুড' হাওয়া। দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে রীতিমতো চমমনে মেজাজে দেখা গেল সূর্যকুমার যাদবদের। কোচ গৌতম গম্ভীর, বোলিং কোচ মর্নি মকেল এবং ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের তত্ত্বাবধানে নেটে ব্যাটিং ও বোলিং করলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

প্র্যাকটিস শুরুর আগে কোচ গম্ভীর সবাইকে নিয়ে কিছু বক্তব্যও রাখেন। পরে বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে শিবম দুবে জানিয়েছেন, কোচ আমাদের বলেছেন, দেশের হয়ে খেলার সময় নতুন কিছু করার সুযোগ থাকে। সেই সুযোগকে তোমরা কাজে লাগাও। নেটে বাড়তি পরিশ্রম কর যাতে ক্রিকেটার হিসাবে আরও উন্নতি করতে পার। সহ-অধিনায়ক শুভমন বলেছেন, আমাদের দল খুবই ভাল। টি-২০ ক্রিকেটে যেভাবে আমরা খেলছি, সেটা বিনোদনের থেকে কিছু কম নয়। এশিয়া কাপে ভাল ফলের জন্য আত্মবিশ্বাসী। অন্যদিকে, জসপ্রীত বুমরার বক্তব্য, অনেক দিন পর টি-২০ দলে যোগ দিতে পেরে উত্তেজিত। তারুণ্যেই আমাদের দলে আসল শক্তি।

এদিকে, সোনালি রংয়ের চুলের ছাঁটে আলাদা করে নজর কাড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া। আরেক ক্রিকেটার সঞ্জু স্যামসনকেও দেখা গেল নতুন হেয়ার স্টাইলে। হার্দিককে নিয়ে তো ভক্তদের মাতামাতি ছিল দেখার মতো। প্র্যাকটিসে নামার আগে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি অটোগ্রাফ দিতে দেখা গিয়েছে তারকা অলরাউন্ডারকে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে সূর্যদের প্র্যাকটিসের জার্সি। দীর্ঘদিন পর এই প্রথম কোনও স্পনসরের লোগো ছাড়াই জার্সি গায়ে প্র্যাকটিস করলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন আইনের জটে সরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার প্রধান স্পনসর ড্রিম ইলেভেন। ফলে স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপে খেলবে ভারত।

এদিন আলাদা করে সবার নজর ছিল বুমরার দিকে। ইংল্যান্ড বিরুদ্ধে পুরো টেস্ট সিরিজ না খেলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ভারতীয় পেসার। দীর্ঘ ৪০ দিন পর ফের মাঠে দেখা গেল বুমরাকে। যদিও নেটে চেনা ছন্দেই বল করেছেন। নেটে অনেকটা সময় ব্যাট করলেন সূর্য, শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সঞ্জুরা। নেটে দীর্ঘক্ষণ হাত ঘোরাতে দেখা গিয়েছে দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তীকে। স্পিনার অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংও করেছেন। দুবাইয়ের স্লো টার্নারে স্পিনের উপর সূর্যকে ভরসা করতেই হবে।

এশিয়া কাপে বুমরা সব ম্যাচে খেলবেন

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে সব ম্যাচ খেলতে জসপ্রীত বুমরার কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। সাফ জানাচ্ছেন সুনীল গাভাসকর। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এবার টি-২০ ফরম্যাটে হচ্ছে এশিয়া কাপ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য গত ইংল্যান্ড সিরিজে তিনটের বেশি টেস্ট খেলেননি বুমরা। দু'টি টেস্টে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এশিয়া কাপে সব ম্যাচ খেলবেন তো ভারতীয় পেসার!

গাভাসকর বলছেন, এশিয়া কাপে ওয়ার্কলোড কোনও সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না। প্রতি ম্যাচে বোলারদের মাত্র চারটে করে ওভার হাত ঘোরাতে হবে। তাও আবার টানা চার ওভার নয়। তাই বুমরার কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাঁর বাকিদের মতো ওকে তো মাত্র চারটে ওভারই বল করতে হবে।

আশায় সানি

আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। ভারত অভিযান শুরু করবে বুধবার। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। গ্রুপের বাকি দু'টি ম্যাচ ১৪ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর। যথাক্রমে পাকিস্তান ও ওমানের বিরুদ্ধে। তার আগে নিজের পছন্দের প্রথম একাদশ বেছে নিয়েছেন সানি। তাঁর বক্তব্য, ওপেন সম্ভবত করবে শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মা। তিনে সঞ্জু স্যামসন। চারে সূর্যকুমার। তিলক ভার্মা খুব ভাল ফিনিশার। ওরে পাঁচে রাখা হোক। ছয়ে হার্দিক পান্ডিয়া।

সানির সংযোজন, অক্ষর প্যাটেল যদি সাত নম্বর ব্যাটার হিসাবে খেলে এবং চার ওভার বল করে, তাহলে শিবম দুবে ও রিঙ্কু সিংয়ের প্রথম দলে জায়গা পাওয়া কঠিন। হয়তো কুলদীপ যাদব আট নম্বরে নামবে। তার পর তিন জোরে বোলার। হার্দিককে ধরলে চারজন পেসার। সঙ্গে দু'জন স্পিনার। মোট ছ'জন বোলার।

নেতা শ্রেয়স, দলে অভিমন্যু

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় টি-২০ দলে ফর্মে থাকা শ্রেয়স আইয়ারের জায়গা না পাওয়া নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তবে জাতীয় নির্বাচকরা ওয়ান ডে দলের পাশাপাশি শ্রেয়সকে লাল বলের ক্রিকেটের জন্যও যে ভাবছেন, তা স্পষ্ট হল। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে লখনউয়ে দু'টি চারদিনের বেসরকারি টেস্টের জন্য ভারত 'এ' দলের নেতৃত্বভার দেওয়া হল শ্রেয়সকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে তারকা ব্যাটারকে লাল বলের ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিলেন অজিত আগারকাররা। কিন্তু 'এ' দলের নেতৃত্ব থেকে অভিমন্যু ঈশ্বরণকে কেন সরানো হল, বোঝা গেল না।

শ্রেয়স এখন দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে খেলছেন। যদিও মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৫ রান করেন। এই ইনিংসের প্রভাব অবশ্য তাঁর নির্বাচনের উপর পড়েনি। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলে ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে রয়েছেন ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের দলে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল, দেবদূত পাড়িক্কাল, প্রসিধ কৃষ্ণ, নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো পরীক্ষিতরা। এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল আয়ুষ বাদোনি, তানুষ কোটিয়ান, খলিল আহমেদ, হর্ষ দুবে, মানব সুতার, গুরনুর ব্রার, যশ ঠাকুররা জায়গা পেয়েছেন। ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর প্রথম চারদিনের ম্যাচ। ২৩-২৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য টেস্ট দলের দুই তারকা কেএল রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ যোগ দেবেন দলের সঙ্গে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে তাঁরাও খেলবেন শেষ ম্যাচটি। দু'টি ম্যাচই হবে লখনউয়ে।

এগিয়ে গেল মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড নিল মধ্যাঞ্চল। গতকালের ২ উইকেটে ২২৯ রান হাতে নিয়ে শনিবার খেলতে নেমেছিল তারা। দিনের শেষে মধ্যাঞ্চলের রান ৮ উইকেটে ৫৫৬। এর আগে পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসে ৪৩৮ রান তুলেছিল। মধ্যাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ ৯৬ রান করেন শুভম শর্মা। রজত পাতিদারের অবদান ৭৭। এছাড়া উল্লেখযোগ্য উপেন্দ্র যাদবের অপরাজিত ৮৭ এবং হর্ষ দুবের ৭৫ রান। ফলে মধ্যাঞ্চল আপাতত ১১৮ রানে এগিয়ে। দলীপের অন্য সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চলের ৫৩৬ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে, তৃতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান তুলেছে উত্তরাঞ্চল। ওপেনার শুভম খাজুরিয়া ১২৮ করে অপরাজিত রয়েছেন। ৮২ রান করেন নিশান্ত সিন্ধু।

পাক ম্যাচে বাধা নেই, দাবি সচিবের

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর : ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে বহু প্রতীক্ষিত ভারত-পাক ম্যাচ। তার আগে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া আরও একবার পরিষ্কার করে দিলেন যে, বহুদলীয় টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে সরকারের তরফে কোনও বাধা নেই।

লেজেন্ডস ক্রিকেটে যুবরাজ-শিখররা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলেননি। কিন্তু এশিয়া কাপে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চলেছে বলে নেটিজেনদের থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যেও অনেকে এতে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু বোর্ড সচিব সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, তাঁদের নীতি খুব পরিষ্কার। সরকার যে নির্দেশ দেবে তাঁরা সেটাই মানবেন। সম্প্রতি যে নীতি সামনে এসেছে তাতে শত্রু দেশ হলেও তাদের সঙ্গে মাল্টিন্যাশনাল টুর্নামেন্টে খেলতে কোনও বাধা নেই। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট দলের এরকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে কোনও সমস্যা নেই। তাঁর কথায়, আইসিসির মতো এশিয়া কাপও বহুদলীয় টুর্নামেন্ট। সুতরাং ভারত এতে অংশ নেবে।

বোর্ড সচিব বলেন, অন্য ইভেন্টে যা নিয়ম, ক্রিকেটের জন্যও তাই। তিনি বলেন, নীরজ চোপড়া যদি পাকিস্তানি প্রতিপক্ষ আছে বলে কোনও টুর্নামেন্ট থেকে সরে যান তাহলে তার কড়া প্রতিক্রিয়া হবে। এসব ক্ষেত্রে বিষয়টা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের বিপক্ষে যেতে পারে। যেমন অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন যদি অমুক দেশ অংশ নিচ্ছে বলে প্রতিযোগিতায় নামার অনুমতি না দেয়, তাহলে স্যাংশন আরোপ হতে পারে। নীরজের ক্ষেত্রে এটা হলে তিনি কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে নামতে পারবেন না। ফলে প্লেয়ারদের স্বার্থ দেখতে হবে।

সাবেক থেকে থিম

বিবর্তন ঘটেছে দুর্গা প্রতিমার রূপে। সাবেক প্রতিমার রূপটিই বর্তমানে বহুল প্রচলিত। পাশাপাশি বিভিন্ন থিমভিত্তিক প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে। দুই ধারাতেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন বহু শিল্পী। সামনেই পুজো। তুমুল ব্যস্ততা। এই সময় কয়েকজন মৃৎশিল্পী এবং থিম-শিল্পীর সঙ্গে কথা বললেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

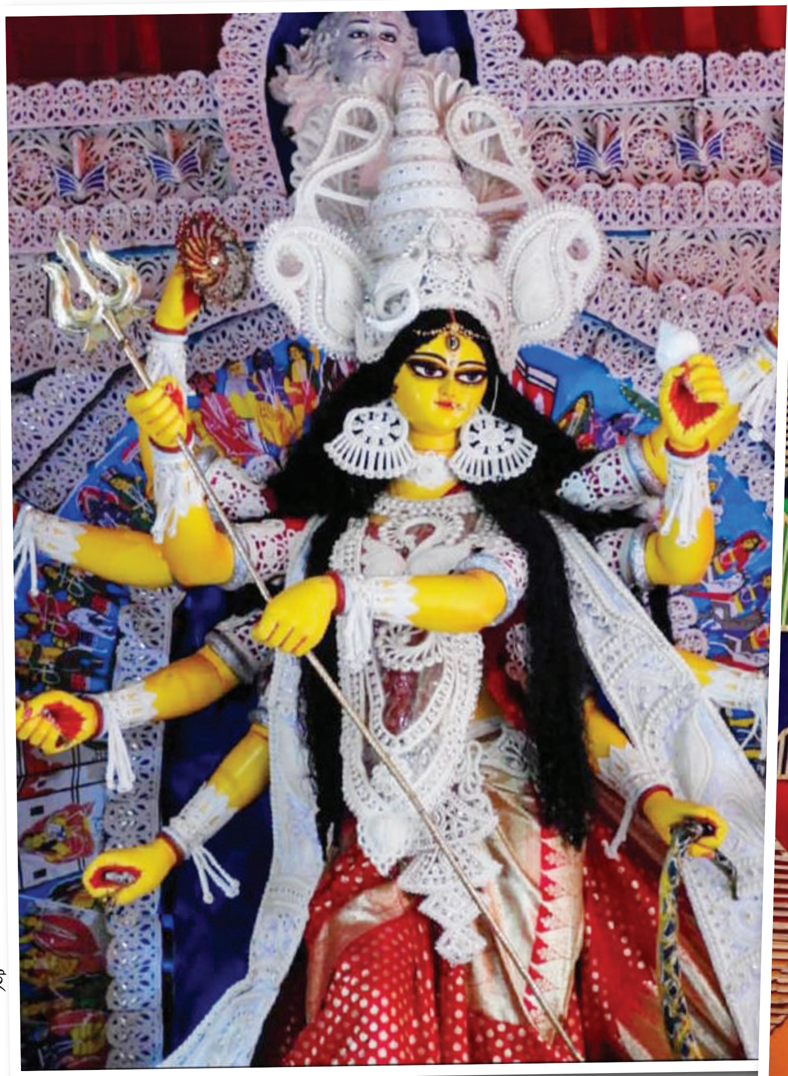

দেবীশক্তির প্রতীক

শিল্পশৈলী, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মীয় আচারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূলত দুর্গা প্রতিমার বিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবীর রূপে পূজিতা হতেন দুর্গা। বর্তমানে প্রধানত বাঙালি চালা বা চালের কাঠামোযুক্ত সাবেকি প্রতিমার রূপটিই বহুল প্রচলিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী দুর্গা মূলত আবির্ভূত হন দেবীশক্তির প্রতীক হিসেবে। এই সময় থেকেই দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু হয়। প্রতিমা সম্ভবত অন্য দেবীর প্রতিমার মতো বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রীতিতে নির্মিত হত। ১৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্গাপুজো প্রচলিত হলেও, মধ্যযুগে, বিশেষ করে বাংলায়, দেবীর প্রতিমার বিবর্তন ঘটেছে। এই সময়েই বাংলা চালার ঠাকুর নামে পরিচিত সাবেকি রূপটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই রূপটি মূলত বাঙালি শিল্পরীতির পরিচয় বহন করে।

পরবর্তীকালে কলকাতায় কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের হাত ধরে দুর্গা প্রতিমার রূপে পরিবর্তন আসে। আধুনিক যুগে প্রতিমার নকশা, সাজসজ্জা এবং নির্মাণশৈলীতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজোর প্রসারের ফলে প্রতিমার সাবেকি রূপের বাইরেও বিভিন্ন থিমভিত্তিক প্রতিমা তৈরি হতে শুরু করেছে। এটা প্রতিমার নকশা ও অলঙ্করণে নতুনত্বের জন্ম দিয়েছে। দুটি রূপই আজ সমাদৃত। দুই ধারাতেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন বহু শিল্পী। জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছেন শিল্পকর্ম। কয়েকজনের সঙ্গে কথা হল।

সনাতনের সনাতনী

এই সময়ের নামী মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্রপাল। প্রায় চার দশক ধরে দুর্গা প্রতিমা গড়ছেন। দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে তাঁর শিল্পকর্ম। পেয়েছেন পদ্মশ্রী। মূলত সাবেকি প্রতিমা তৈরি করেন। কথা হল তাঁর সঙ্গে। কীভাবে যুক্ত হলেন এই শিল্পের সঙ্গে? তিনি জানালেন, আমার বাবা মোহনবাঁশি রুদ্রপাল। জ্যাঠামশাই রাখাল পাল, নেপাল পাল। এঁদের দেখেই এসেছি। আমি মূলত সাবেক প্রতিমা তৈরি করি। কিছু কিছু প্রতিমায় লাগে আধুনিকতার ছোঁয়া। কোনও কোনও থিম-পুজো মণ্ডপে শোভা পেয়েছে আমার তৈরি প্রতিমা। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরও সর্বমঙ্গলা ক্লাবের থিম-পুজোয় আমার প্রতিমা থাকছে।

এবার আর কোথায় কোথায় দেখা যাবে সনাতনের সনাতনী দুর্গা? জানালেন, প্রায় ৫৫টি পুজো মণ্ডপে দেখা যাবে। গেছে বিদেশেও। আমেরিকার নিউজার্সিতে। এছাড়াও গেছে গুয়াহাটিতে। কোচবিহার, আসানসোলেও। সেইসঙ্গে কলকাতা-হাওড়ার বিভিন্ন মণ্ডপ। কলকাতার কলেজ স্কোয়্যার, একডালিয়া এভারগ্রিন, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, ভবানীপুরে দেখা যাবে আমার তৈরি প্রতিমা। হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট সংগম, রামরাজাতলা দশের পল্লি ক্লাবে। এগুলো সব বড় পুজো।

প্রিয় শিল্পী কারা? জানালেন, বাবা, জ্যাঠামশাইরা। পাশাপাশি আমি রমেশ পালের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। এখনও অনুসরণ করি। একটা সময় অলোক সেনের প্রতিমা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অন্যরকম ঘরানা। বলা যায়, থিমের প্রতিমা প্রথম ওঁর হাতেই প্রাণ পেয়েছিল। একটা কাঠামোর মধ্যে বিভিন্নরকম ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

থিম-পুজো সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় জানালেন, থিম-শিল্পীরা প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে মূলত কুমোরটুলির শিল্পীদের উপরেই নির্ভরশীল। যদিও ব্যতিক্রম আছে। বিরাট বিরাট বাজেটের পুজো হচ্ছে। থিম-শিল্পীরা প্রচুর উপার্জন করছেন। পুরস্কার পাচ্ছেন। থিম পুজোর প্রতিমার থেকে আমাদের তৈরি প্রতিমার খরচ কিন্তু অনেক বেশি। তুলনায় আমরা অনেক কম টাকা পেয়ে থাকি। যাই হোক, শেষ কথা বলেন সাধারণ মানুষ। আমাদের তৈরি মাতৃমূর্তি দেখার জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ঢল নামে। দেখে ভাল লাগে। পুজো তো এটাই। এই ধরনের পুজো ছিল, আছে, থাকবে।

ভবতোষের কারখানা

আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র ভবতোষ সুতার। এই সময়ের থিম পুজোর প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর নাম উঠতে বাধ্য। তাঁকে নিয়ে ‘ভবতোষের কারখানা’ নামে একটি ছবিও নির্মিত হয়েছে, যেটা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে হয়েছে পুরস্কৃত। হতে চেয়েছিলেন অন্যকিছু। হয়ে গেলেন দুর্গাপুজোর থিম-শিল্পী। কীভাবে? তিনি জানালেন, আমি দুর্গাপুজো করতেই চাইনি। একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কয়েকজনের চাপে এসেছিলাম এই জগতে।

প্রথম দুর্গাপুজোর কাজ? জানালেন, বড়িশা জনকল্যাণ সংঘে। তারপর এই কাজেই থেকে গেলাম। কারণ, এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজের ভাবনাচিন্তা শেয়ার করা যায়। ২০০০ সালে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছি। ওই বছরই দুর্গাপুজোর কাজ শুরু করেছি। আর থামিনি। দেখতে দেখতে ২৫ বছর হয়ে গেল। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে নানারকম বিষয় দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি।

এবার কোথায় দেখা যাবে আপনার শিল্পকর্ম? জানালেন, একমাত্র টালা প্রত্যয়ে। শতবর্ষে এবারের ভাবনা ‘বীজ অঙ্গন’। বীজ, ফুল, ফল এবং খাবারের থালা নিয়েই তৈরি হয়েছে স্টোরি। এখন বীজ তো জেনেটিক্যালি মডিফায়েড। তার ফলে যে খাবার আমরা খাচ্ছি, তার সোর্স কী, কিছুই জানি না। এই বিষয়টাকেই ধরা হয়েছে।

একটা সময় শুধুই সাবেকি পুজো দেখা যেত। এখন থিম-পুজো ঘিরে উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। প্রচুর নতুন নতুন শিল্পী একবুক স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শিল্প বা সংস্কৃতি এমন একটা বিষয়, যা এক জায়গায় থেমে থাকে না। নদীর মতো বইতে থাকে। কোথাও থেমে গেলে বদ্ধ জলাভূমির মতো হয়ে যায়। শিল্পের প্রাণই হল প্রবাহে। দুর্গাপুজোর যে ক্ষেত্র, সেটা পেয়ে হঠাৎ করে এর একটা সোর্স তৈরি হয়। ফলে এই পুজোয় বহু শিল্পী জড়িয়ে পড়েন। আগে যেভাবে দুর্গাপুজো হত, সেখান থেকে গত কয়েক বছরে ওভার জাম্প করেছে। মানুষও অ্যাকসেপ্ট করেছে। এটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কম সময়ের মধ্যে দুর্গাপুজো মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। গতিটা ঠিক ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

7 September, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

সোনালি স্বপ্নের সেই বিশাল খোঁজ

সন্ধান মিলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোনার খনির। মানুষের মনে জেগেছে সোনালি-কৌতূহল— কত পরিমাণ, কে মালিক হবে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কি কোনও ছাপ ফেলবে, ঠিক কতটা কর্মসংস্থান হবে, আচ্ছা সোনার দাম কমবে? বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও অনুসন্ধানী মানসিকতার উপর ভর করে ওই স্বর্ণ-আশার খোঁজ নিলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

সোনালি স্বপ্ন

চিনের হুনান প্রদেশের বুকে, হঠাৎ জেগে উঠেছে এক সোনালি স্বপ্ন— প্রায় হাজার টনের সোনার খনির গহ্বরে! প্রকৃতির অতল গর্ভে লুকানো ছিল যে ইতিহাস, যেন আজ তা খুলে দিয়েছে রৌদ্র-ছায়ার মাঝে বিস্ময়ের এক উজ্জ্বল আশ্বাস। এ যেন মাটির গভীর থেকে উঠে আসা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি— সম্ভাবনার সোনালি সূর্য, ভোরের মতো উজ্জ্বল ও অদম্য গতি। সেই সোনা খুঁজতেই, কয়েক মাস আগে চিন দেশের হুনান প্রদেশে বিস্তৃত স্বর্ণখনি অঞ্চল এবং ব্যতিক্রমী গুণসম্পন্ন আকরিকের আধার ঐতিহাসিক পিংজিয়াং কাউন্টির ওয়াংগু গোল্ড ফিল্ডে একদল ভূবিজ্ঞানী উদ্ধার করেছেন এক সুবিশাল সোনার খনি! বিজ্ঞানীদের হিসেবে, এটাই নাকি এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া স্বর্ণভাণ্ডারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়; তাঁদের অনুমান ওই খাদানে রয়েছে প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন সোনা।

অরাম লোকুইটার, অমনিস লিঙ্গুয়া ট্যাসেট। বহুল প্রচলিত একটি লাতিন প্রবাদ, ইউরোপীয় ভাষা সংস্কৃতির আবহে যাকে বলে— হোয়েন গোল্ড স্পিকস, এভরি টাং ইজ সাইলেন্ট! যখন সোনা কথা বলে, তখন সব ভাষা নীরব; অর্থাৎ এটি সর্বজনীন একটি বাণী যা সোনা তথা ধনসম্পদের প্রভাব ও ক্ষমতাকে তুলে ধরে। প্রাচীন লাতিন প্রবাদের যথার্থতা আজ যেন চিনের বুকে ফুটে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক মহলে শোরগোল পড়ে গেছে, এই বিপুল পরিমাণ সোনা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বর্ণশিল্পের জগতে একটি মাইলস্টোনের মতো। অঙ্কের খাতায় ওই পরিমাণ সোনার বাজারমূল্য নাকি প্রায় ৭৮ বিলিয়ন ইউরো, যা চিন দেশের প্রায় ৬০০ বিলিয়ন য়ুয়ান এবং ৮৩ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের সমান। এই বিশাল স্বর্ণখনি উদ্ধার বৈশ্বিক খননকার্যের সামগ্রিক ছবিটাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নতুন কৌশলে গঠন করবে।

সোনালি ইতিহাস

কবি নজরুল তাঁর বিখ্যাত বুলবুল কবিতায় লিখেছেন, 'সোনার চুড়ি, নূপুর প'রে, বধূ এলো বসন গুছায়ে।' সোনা মানুষের কাছে আভরণ, আকাঙ্ক্ষা! সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণ যুগযুগ ধরে চলে আসছে। তবে আমেরিকার বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক রাল্ফ ওয়াল্ডু ইমারসন একবার বলেছিলেন, 'সোনার প্রতি লোভ সোনার জন্য নয়, বরং এটি স্বাধীনতা এবং সুবিধার উপায়ের জন্য।' এর মানে হল, মানুষ সোনার পিছনে ছোটে না কেবল তার ধাতব মূল্যের জন্য, বরং সোনার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং জীবনের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়, তার জন্য। সোনা এখানে একটি প্রতীক, যা সম্পদ বা শক্তির মাধ্যমে জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুযোগ-সুবিধা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। সেই জন্যই বোধহয় মানুষ সেই প্রাচীন কাল থেকেই সোনার খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে।

খ্রিস্ট পূর্ব ৪০০০০ সালের প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ সর্বপ্রথম নদীর পাঁকে চকচকে সোনার দলা খুঁজে পায়। তাঁরা দেখেন ধাতুটি নমনীয় এবং ওর উপর কোনওপ্রকার জং ধরে না, দেখতে সুন্দর— নানারকম প্রথা ও গহনা হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। চলতে থাকে সোনার খোঁজ! খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০০ সালে প্রাচীনকালের মেসোপটেমিয়া, মিশর, সুমেরু ও সিন্ধু সভ্যতার বুকে খননকাজ চালানো হয় স্বর্ণ উদ্ধারের আশায়। তখনই সোনা অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে সামাজিক স্থায়িত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, নিরাপত্তা, সাফল্য, ঐশ্বর্য এবং ঈশ্বরীয় ক্ষমতার প্রতীক। এরপর মানবসভ্যতার মধ্যযুগে খ্রিস্ট পূর্ব ৭০০ থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী ৫০০ সালের মধ্যে গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় সোনার খোঁজে খোদাই করা হয়। এই সময়েই সোনার কয়েন খুঁজে পাওয়া যায় এবং সোনা তখন কারেন্সি হিসেবে প্রচলিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যায়। খ্রিস্ট পরবর্তী ৫০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে মধ্যযুগীয় ইউরোপ এবং এশিয়ার মালি ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের খননকাজ সোনার গুরুত্বকে বহু অংশে বাড়িয়ে দেয়। বাণিজ্য, পরিকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে ব্যাপক উন্নয়ন দেখা যায়। ১৩২৪ সালের মানসা-মুসা পিলগ্রিমেজ তার অনন্য উদাহরণ!

আধুনিক যুগের সেই ষোলো শতকে আমেরিকার উপর স্প্যানিশ 'এল ডোরাডো' অভিযান, যা আজও একটি রহস্য! তবে ক্ষমতা ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্প্যানিশরা মেক্সিকো ও পেরুর বুকে যেভাবে স্বর্ণ-লুট চালিয়েছিলেন তা মনে রাখার মতো। ১৮৪৮-১৮৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাসে শাটার্স মিলে খুঁজে পাওয়া সোনার জন্য যে হইচই পড়ে যায়, তা আজও সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে আছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুন্দর জীবনের জন্য বহু মানুষ সেদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ছুটে গিয়েছিলেন। ১৮৯৬-১৮৯৯ সালে ক্লনডাইক, ১৮৫০-এ অস্ট্রেলিয়ান ও ১৮৮০ সালে সাউথ আফ্রিকান গোল্ড রাসেও একই রকম মাইগ্রেশনের হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল।

সোনালি অনুসন্ধান

সোনার প্রতি মানুষের আগ্রহ যেন আজন্মের। আজও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়ে গোটা পৃথিবীতে নিবিড়ভাবে চলছে স্বর্ণ-অনুসন্ধান-অভিযান। সম্প্রতি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে চিনের ইয়াংজি নদী-তীরবর্তী সাংহাই শহরের পাশে মধ্য চিনের হুনান প্রদেশের পিংজিয়াং কাউন্টির ওয়াংগু গোল্ড ফিল্ডে, দ্য জিওলজিক্যাল ব্যুরো অব হুনান প্রভিন্সের একদল ভূবিজ্ঞানী সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোনার খনির খোঁজ পেয়েছেন। ওই অঞ্চলে কোনও একদিন ভূবিজ্ঞানীদের আকস্মিক অভিযানে যে সামান্য খোদাই করা হয়েছিল, সেখান থেকে উঠে আসা পাথরের মধ্যে লক্ষণীয় পরিমাণে সোনার উপস্থিতি ছিল। সেই সময়ই বিজ্ঞানীদের ধারণা হয় ওই স্থানে নিশ্চিত কোনও উচ্চশ্রেণির খনিজ পাওয়া সম্ভব। কথামতোই গত নভেম্বরে খননকাজ শুরু হয়।

প্রাথমিকভাবে ওই জায়গায় প্রায় ৬৬০০ ফুট (২০০০ মিটার) খোঁড়া হয়; পাওয়া যায় ৪০ টিরও বেশি গোল্ড ভেইনস বা স্বর্ণশিরা। আনুমানিক হিসেবে আন্দাজ করা হয় ওই প্রাথমিক স্থানে মজুত সোনার পরিমাণ প্রায় ৩০০ মেট্রিক টন। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায়, খননের ফলে উঠে আসা প্রতি টন খনিজ আকরিকে উপস্থিত সোনার পরিমাণ প্রায় ১৩৮ গ্রাম। এই পরিমাণ সোনার উপস্থিতি খুবই ব্যতিক্রমী; সাধারণত খুব বড় অপারেশনে এইরকম বিরল প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যদি কোনও খনি থেকে পাওয়া আকরিক স্বর্ণের পরিমাণ ৮ গ্রামের বেশি হয়, তখন তাকে হাই গ্রেড মাইন বলে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে তো প্রতি টনে ১৩৮ গ্রাম, বিস্ময়কর! গবেষকদের উৎসাহ বেড়ে যায়। আরও গভীরে প্রায় ৯৮০০ ফুট (৩০০০ মিটার) মাটির নিচে খোদায়ের পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওটা একটি সুপারজায়ান্ট ডিপোজিট। আনুমানিক মজুত সোনার পরিমাণ প্রায় ১০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি। জিওলজির পরিভাষায় সেইসব ডিপোজিটগুলোকে সুপারজায়ান্ট বলা হয়, যেখানে সম্ভাব্য প্রাপ্ত সোনার পরিমাণ মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন আউন্সে মাপা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ওই এলাকায় মজুত সোনার পরিমাণ প্রায় ৩৫.২ মিলিয়ন আউন্স; প্রতি আউন্স সোনার বাজারমূল্য নাকি প্রায় ২৭০০ আমেরিকান ডলার।

বিশ্ব জুড়ে জিওলজিস্টরা মনে করছেন, খুঁজে পাওয়া এই নতুন স্বর্ণখনিটি এখনও পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া খনির চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। যাইহোক, বিজ্ঞানীরা অ্যাডভান্সড জিওলজিক্যাল মডেল অর্থাৎ স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এক্সপ্লোরেশন টেকনোলজি ও থ্রি ডি জিওলজিক্যাল মডেলিংয়ের সাহায্যে নিখুঁতভাবে সূক্ষ্মতার সঙ্গে এই অনুসন্ধানপর্ব সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা অত্যাধুনিক অনুসন্ধান প্রযুক্তি, উন্নত সিসমিক ইমেজিং, ড্রোন-ভিত্তিক জরিপ এবং এআই-চালিত ডেটা বিশ্লেষক ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে জমার অবস্থান চিহ্নিত করেন। ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেলিং ভূ-ভৌতিক, ভূ-রাসায়নিক এবং ড্রিলিং ডেটা একত্রিত করে ৯,৮০০ ফুট

(এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

7 September, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

সাবেক থেকে থিম

(১৭ পাতার পর)

সাবেক পুজো সম্পর্কে মতপ্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, সাবেক বলে কিছু হয় না। কিছু কিছু মানুষ গেল গেল রব তোলেন। ওইগুলোর মধ্যে আটকে থাকেন। উত্তরণটা মেনে নিতে পারেন না। সাহস পান না। আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনের মধ্যে নস্টালজিয়া কাজ করে। যেমন দেখতে অভ্যস্ত, তেমনই দেখতে চান। এটা এক ধরনের সংস্কার। সময় কিন্তু এগোয়। সে চলমান। কোনও কিছু থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু। আপামর জনসাধারণ থিম-পুজোকে গ্রহণ না করলে এই জায়গায় আসা যেত না। কে শিল্পী, কী কাজ করেছে দেখাও হত না। মানুষ গ্রহণ করছে, তাই থিম-পুজো আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে।

তিনি আরও বলেন, ''একটা আর্ট গ্যালারিতে যত সংখ্যক দর্শক আসেন, তার থেকে অনেক অনেক বেশি দর্শক পুজো মণ্ডপে এসে আমাদের কাজ দেখেন। আর্ট গ্যালারি এবং দুর্গাপুজোর মাঠের কোনও তুলনাই চলে না। আমি দুর্গাপুজো এনজয় করি। কারণ, আমার শিল্পকর্ম সাধারণ মানুষের জন্য। মানুষের সঙ্গে থেকেই শিল্প করতে চাই। কিছু মানুষের জন্য শিল্প করার লোক আমি নই। সেই কারণেই দুর্গাপুজোর মাঠ আমার ভাল লাগে। এটা নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা ভাবনার মানুষের ক্ষেত্র।''

প্রদীপের শিখা

এইবছর প্রায় ৭০টি প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী প্রদীপ রুদ্রপাল। কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং, সিংহী পার্ক, গড়িয়া নবদুর্গা, বাবুবাগান, হাওড়ার স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবের মতো বড় বড় পুজো মণ্ডপে দেখা যাবে তাঁর তৈরি দেবীমূর্তি। তিনি মূলত সাবেক দুর্গাপ্রতিমাই গড়েন। তবে থিমের প্রতিমাও করেছেন। কবে? তিনি জানালেন, ১৯৯৪ সালে। তেলেঙ্গাবাগানে। কলকাতার প্রথম টাইটেল দিয়ে দুর্গাপুজো সূচনা হয়েছিল আমার হাতেই। ক্যাপশন ছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এখন আর সময় পাই না। তাই থিমের কাজ করি না।

বহু বছর ধরেই বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে জ্বালিয়ে রেখেছেন প্রদীপের শিখা। নিজের কাজ সম্পর্কে তিনি বললেন, ''একটা সময় পর্যন্ত বাবা মোহনবাঁশি রুদ্রপালের ব্যানারে কাজ করতাম। পরে নিজের ব্যানারে কাজ শুরু করেছি। আর্ট কলেজে পড়াশোনা। ভাস্কর্য নিয়েই থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়ে গেলাম মৃৎশিল্পী। যদিও এখন কাজটা উপভোগ করি। দিনে দিনে ব্যবসা বাড়ছে। আমার সঙ্গে কাজ করছেন প্রায় ৬০-৬৫ জন। জগদ্ধাত্রী পুজোর এক সপ্তাহ পর থেকেই আমাদের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। অর্ডার আসতে শুরু করে।

অনেকেই জানতে চান কোনও বড় ক্লাব যদি থিম পুজোর দায়িত্ব দেয় আমি নেব কি না। উত্তরে বলি, আমি খুব একটা আগ্রহী নই। কারণ সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে এক বছরের জন্য। তাতে বেশি কাজ করার সুযোগ পাব না। ব্যবসা চলবে না। যেভাবে আছি ভালই আছি।''

অভিজিতের জিৎ

থিম শিল্পী অভিজিৎ ঘটক। আর্ট কলেজের ছাত্র। ২০১৪ সাল থেকে এককভাবে দুর্গাপুজোয় থিমের কাজ করছেন। ছোটবেলায় পুকুরের মাটি তুলে ঠাকুর গড়তেন। অলোক সেনের আর্টের দুর্গাপ্রতিমা তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর্ট কলেজে পড়ার সময় মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, বড় হয়ে ঠাকুর গড়বেন। এইভাবেই পথচলা শুরু। এইবছর কোথায় কোথায় দেখা যাবে তাঁর শিল্পকর্ম? জানালেন, ''হাতিবাগান নবীনপল্লি, নেতাজি জাতীয় সেবাদল, আলিপুর ৭৮ পল্লি। হাতিবাগান নবীনপল্লির থিম 'আমাদের দেশ আমাদের দুর্গা'। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সামনে রেখে এই থিম ভাবা হয়েছে। বহু নারী এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পুজো মণ্ডপে তেমনই কয়েকজন নারীর কথা তুলে ধরব, যাঁদের কথা খুব বেশি মানুষ জানেন না। এঁরাই আমাদের দুর্গা। নেতাজি জাতীয় সেবাদলের থিমের নাম 'আবর্ত'। নিওতান্ত্রিক আর্ট ফর্ম নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তন্ত্রকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পী ছবি এঁকেছেন। দেখার সুযোগ থাকবে সেইগুলো। সময় এবং স্থান দুটোই সঞ্চালনশীল। দেখানো হবে সেটাও। আলিপুর ৭৮ পল্লির থিমের নাম 'কাহিনি'। বিবর্তিত হতে হতে কীভাবে এল দেবী দুর্গার বর্তমান অবয়ব, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল সর্বজনীন দুর্গোৎসবে ঠাকুর গড়ছি।''

আর্ট গ্যালারি এবং পুজো মণ্ডপের মধ্যে পার্থক্য কী? জানালেন, গ্যালারিতে যান মূলত এলিট দর্শকরা। পুজো দেখতে আসেন আপামর জনসাধারণ। পুজোর আগে কোনও ক্লাব বা পুজো সংগঠন একজন শিল্পীকে ডেকে মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব দেন। এমন ঘটনা বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভবত দেখা যায় না।

সাবেক পুজো সম্পর্কে কী ভাবনা? জানালেন, সাবেক এবং থিম দুটো শব্দকে আমি আলাদা করে দেখতে পারি না। কারণ, যারা কাপড়ের প্যান্ডেল করেন, তাঁরাও কিন্তু একই কাপড় বছর বছর ব্যবহার করেন না। চেষ্টা করেন পরিবর্তন আনার। এই পরিবর্তন তো ভাবনার পরিবর্তন। এইভাবেই সাবেকি পুজোতেও লেগে যায় থিমের ছোঁয়া। ফলে যা সাবেকি, তাই-ই কিন্তু থিম। আমি অন্তত এইভাবেই দেখি।

সাবেক পুজোই হোক বা থিম, গত কয়েক বছরে দুর্গাপুজো ঘিরে মানুষের উন্মাদনা আকাশ ছুঁয়েছে। শিল্পীদের পাশাপাশি নানাভাবে বেড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের উপার্জন। এর পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলার দুর্গাপুজো আজ হয়েছে বিশ্বজনীন। তাই তো দুর্গাপুজো দেখার টানে বাংলায় ছুটে আসছেন অন্য দেশের মানুষও। এই পুজো অতিক্রম করেছে ধর্মের সীমা। পরিণত হয়েছে উৎসবে। এই উৎসব মহামিলনের উৎসব।

সোনালি স্বপ্নের সেই বিশাল খোঁজ

(১৮ পাতার পর)

গভীরতায় আকরিক শরীরের কাঠামো প্রকাশ করে। এছাড়াও হাইপারস্পেকট্রাল ইমেজিং এবং মেশিন লার্নিং দক্ষতা বাড়ায়, খরচ কমায় এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করে। এভাবেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন সোনালি স্বপ্নের বিপুল সম্ভার!

সোনালি প্রভাব

'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুঃখের অশ্রুধার। জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।' রবি ঠাকুরের এই লাইন দুটি বারবার আমাদের জীবনে সোনার গুরুত্ব ঠিক কতটা, তা বুঝিয়ে দেয়। সোনা আশা, সোনা প্রত্যাশা, সোনা শক্তি, সোনা সাহস, সোনা সম্পদ। হুনান প্রদেশে সোনার সম্ভার শুধুমাত্র ওই অঞ্চলের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে তা নয়; বরঞ্চ সমগ্র চিনের অর্থনৈতিক পরিসর বিশ্বের দরবারে আরও বিস্তৃত হয়েছে। ওয়াংগু গোল্ড ফিল্ডে উপস্থিত সোনার পরিমাণ ও গুণাগুণের কথা ভেবে চিন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক স্বর্ণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। সার্বজনীন শিল্পমহলের জল্পনা আগামী দিনে ওই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের বাণিজ্যিকীকরণের কথা ভেবে বহুসংখ্যক আন্তজাতিক মাইনিং কর্পোরেশন বিনিয়োগ করতে চলেছে।

খনি থেকে স্বর্ণের নিষ্কাশন, শোধন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উপায়ের কথা মাথায় রেখে বিপুল পরিমাণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হতে চলেছে চিনে। তৈরি হতে পারে নতুন ট্রান্সপোর্ট; হাজার হাজার কর্মসংস্থান তরুণদের মুখে ফোটাতে পারে হাসি; আসতে পারে আর্থিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য। তবে প্রতিকূলতাও কম নয়— অন্যান্য বিপত্তিগুলো দূরে সরিয়ে রাখলেও পরিবেশগত ঝুঁকির কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেই হয়। ভূমিকম্প, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাতাসে কার্বন নির্গমন সবচেয়ে বড় বিপত্তি। যদিও বিজ্ঞানীদের এই খোঁজ আর্থিকভাবে রূপান্তরযোগ্য, তবে পরিবেশগত দায়িত্ব পালন করে শৈল্পিক বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে দরকার একটি 'ব্যালান্সড স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেটরি ওভারসাইট'।

সোনালি ভবিষ্যৎ

এবছর ২০২৫ সালের মে মাস নাগাদ খবরে এসেছে চিনের লায়াওনিং প্রদেশেও নাকি যথেষ্ট পরিমাণে গোল্ড ডিপোজিট রয়েছে। আবার ওই একই মাসে জানা গেছে, আর্জেন্টিনার আন্ডিয়ান হাইল্যান্ডস অঞ্চলে একটি খনি থেকে প্রায় ৮০ মিলিয়ন আউন্স সোনা ও রুপো এবং প্রায় ১২ মিলিয়ন টন তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। ওই মাসেই আবার কুইন্সওয়ে গোল্ড প্রজেক্টের আওতায় কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডের ড্রপকিক এলাকায় খোঁজ মিলেছে সোনার। মে মাসেই সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এর একটি পোস্টে দাবি করা হয় ঘানা এবং উগান্ডাতেও নাকি ১২ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার বাজারমূল্যের স্বর্ণ মজুত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ওই মে মাসেই জানা যায়, স্বর্ণের আশায় অস্ট্রেলিয়ার খনিজ প্রধান এলাকায় শুরু হয়েছে খননকাজ। জোরকদমে খোঁড়া হচ্ছে নোভা-বোলিঙ্গার ডিপোজিট— যদিও এখনও সোনা পাওয়ার কোনও খবর মেলেনি!

স্ফটিকীকৃত সিলিকন ডাই অক্সাইডের নিচে চাপা ধাতব স্তর, যাকে কোয়ার্টজ বলা হয়, সেখান থেকেই সোনার উৎপত্তি। পৃথিবীর বুকে সোনার খনি খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল, কেননা এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই এই ধরাধামে মজুদ রয়েছে। মনে করা হয়, এখনও পর্যন্ত আমরা নাকি ৫৩০০০ মেট্রিক টনের মতো সোনা উদ্ধার করতে পেরেছি। এখনও প্রায় ৫০০০০ মেট্রিক টন সোনা আমাদের অধরা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিন দেশে এইপ্রকার সোনার খনি উদ্ধার, বৈশ্বিক সোনার বাজারে চিনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। ২০২৪ সালের শুরুতেই চিনের সংগৃহীত স্বর্ণের পরিমাণ ২০০০ টন ছাড়িয়ে গেছে; ওই দেশ একাই গ্লোবাল গোল্ড আউটপুটের ১০ শতাংশ দখল করে বসে আছে। তবে ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই। এখনও পর্যন্ত ভারতে প্রাপ্ত সোনার পরিমাণ প্রায় ৮৮০ মেট্রিক টন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭১ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। সাম্প্রতিক গবেষণায় ওড়িশার দেওঘর এবং কেওনঝাড় এলাকার গোল্ড ডিপোজিটের সম্ভাবনার কথা ভেবে চলছে নিবিড় গবেষণা— হয়তো একদিন আমাদের সোনালি স্বপ্ন সত্যি হবে।

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 September, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

সাইনবোর্ড

দেবাশিস চক্রবর্তী

নিউ টাউনের এক মেঘলা সকালে আঠারোতলা বাজার যাবার ২৯৭ নম্বরের রাস্তাটি যেন অস্বাভাবিক নীরব। সবেমাত্র বাদলা রাতের ঘুম ভেঙেছে নতুন শহর, তার ব্যস্ততার সুর এখনও শোনা যায়নি। পথের ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ভিজে লোহার ব্যারিকেডগুলো যেন একদল নিঃশব্দ প্রহরীর মতো পথ আগলে রেখেছে। তাদের দুধসাদা ফলকে ঝকঝক করছিল— 'ট্রাফিক পুলিশ'। আর ঠিক তাদের পাশেই এক রহস্যে মোড়া সাইনবোর্ড, যা পুরো ডিডি ব্লকের কৌতূহলকে হলুদ কাপড়ে ঢেকে রেখেছিল। ঠিক কী লেখা রয়েছে তার নিচে, তা জানা অসম্ভব।

সেই ঢাকা-বোর্ডের ওপর বসে দু'জন— কিক্কি আর কিচ্চি। একজোড়া পায়রা হলেও তাদের স্বভাব আর চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিক্কি একটু ভাবুক স্বভাবের, যেন এক নির্জন ধ্যানী। তার মনটা প্রায়ই গভীর চিন্তায় মগ্ন। শহরের এই নতুন রূপ, তার চারপাশে মানুষের নিত্যনতুন নির্মাণ, এইসব তাকে ভাবায়। মাঝে মাঝেই ভাবে, মানুষেরা কেন এত নিয়ম বানায়? এত কিছু লিখে রাখার প্রয়োজন হয় কেন? আমাদের জীবনে তো কোনও লেখা নেই— তবু তো দিন চলে, ঋতু আসে, ডিম ফেটে ছানা বেরোয়, আর আমরা মুক্ত আকাশে ডানা মেলি। এই পাখনাবিহীন মানুষ নামের প্রাণীদের কর্মকাণ্ড তার কাছে সবসময়ই এক অদ্ভুত ধাঁধার মতো মনে হয়। এত ব্যস্ততা, এত নিয়ম-কানুন, এত লেখা আর নির্দেশনা— এসবের শেষ কোথায়?

কিচ্চি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল, কৌতূহলী। তার চোখে সবসময় নতুনের খোঁজ। সে জানে কোথায় নতুন পাখির দল এসেছে, কোন গাছে মৌসুমি ফুল ফুটেছে, কোন ছাদের কোণে শুকনো ধানের চিটে পড়ে আছে। তার জগৎটা শুধু চোখে দেখা আর কানে শোনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গন্ধ শুঁকে, ডানায় বাতাস মেপে, প্রকৃতির প্রতিটি ইশারাকে সে অনুভব করতে পারে। তার কাছে জীবনের মানে হল গতি, ছন্দ এবং নিরন্তর নতুনকে আবিষ্কার করা।

ওরা শহরে জন্মেছিল ঠিকই, কিন্তু শহর যেন ওদের নিজস্ব নয়। ওদের নিজস্ব এক জগৎ আছে— গাছের ডালে, ছাদের কার্নিসে, বিদ্যুতের তারে। ওদের জগৎটা শীতল বাতাস, ডানার বিস্তার আর নিজেদের একান্ত ভাষার অশব্দ সুরে ভরা। ওরা জানে, হাটগাছার কোন বাড়ির ছাদে এখনও কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়, জোতভিমের কোন পাড়ার গলিতে ধান সিদ্ধ করার গন্ধ ভেসে আসে, কোঁচপুকুরের কোন মাঠে গাছের ছায়ায় কোকিল নিজস্ব সুরে গান গায়। এটাই তাদের মানচিত্র— নির্বাক অথচ নির্ভুল, যা কোনও কাগজে আঁকা নেই, বরং অনুভবের রঙে আঁকা।

সকালটা আজ একটু বেশিই নীরব। মানুষের কোলাহল নেই বললেই চলে। শহরের ঘুমন্ত প্রাণ এখনও জেগে ওঠেনি। এই নির্জনতায় কিক্কি কিচ্চিকে জিজ্ঞেস করল, 'কিচ্চি, কখনও ভেবেছিস, ঐ হলুদ কাপড়ের নিচে কী লেখা আছে?'

কিক্কির এই প্রশ্নে কিচ্চি হালকা অবাক হল— 'ওসব লেখা তো মানুষের জন্য, কিক্কি। ওরা কথা লেখে, কথা পড়ে, কথা বোঝে। আমরা তো শুনি হাওয়া, দেখি আলোছায়া, শুঁকি গন্ধ। চল বরং ঐ গাছটায় বসি— রোদটা উঠছে, পাতাগুলো কেমন চকচক করছে দেখ!' কিচ্চির কাছে মানুষের এই রহস্যময় লেখালেখি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা— রোদের উষ্ণতা, পাতার নড়াচড়া, বাতাসের শব্দ।

কিক্কি মৃদু হাসল। কিচ্চির চোখে সবকিছু কত সরল! তবু তার মনে হয়, ওদের জীবনেও তো রহস্য আছে— ডিম ফেটে নতুন প্রাণ বেরিয়ে আসে, কুয়াশায় পথ চিনতে হয়, ঝড়ে আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়— এসব তো কোনও বইয়ে লেখা থাকে না। তবু তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখে নেয়, বুঝে নেয়। শেখার প্রক্রিয়াটা মানুষের মতো প্রাতিষ্ঠানিক নয়, প্রকৃতি-নির্ভর আর স্বতঃস্ফূর্ত।

এই ভাবনাগুলো যখন কিক্কির মনে নিজের ভাষায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, ঠিক তখনই দূর থেকে একটি গাড়ির হর্ন ভেসে এল। কিচ্চি চমকে উঠল, 'কিক্কি, গাড়ি আসছে!' দুজনেই তৎপর— প্রয়োজনে যে কোনও মুহূর্তে ডানা মেলবে। মন সজাগ, শরীর উড়ান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

গাড়িটি এসে ব্যারিকেডের সামনে থামল। গাড়ি থেকে এক লোক নামল। তার হাতে একটি টুলবক্স। সে সরাসরি সাইনবোর্ডের কাছে গিয়ে হলুদ কাপড় সরিয়ে ফেলল। কিক্কি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লেখাটা এখন স্পষ্ট, এক পথচলতি লোক সাইনবোর্ড পড়ে বলল, ''ওহ্, রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলছে। 'সাময়িকভাবে' পথ বন্ধ।''

'সাময়িকভাবে' কথাটা না বুঝলেও কিক্কি মনে মনে হাসল। এত আয়োজন, এত গোপনীয়তা, আর শেষে কী সাধারণ একটি কথা! মানুষের জগৎটা যেন অকারণ জটিলতায় ভরা। একটা সামান্য কাজের ঘোষণা দেওয়ার জন্য এত কিছু! তাদের জগতে এমন কিছু হলে তারা শুধু একটি ইঙ্গিত দিত— একটি নির্দিষ্ট সতর্কবার্তা, যা প্রতিটি পাখি তার নিজের মতো করে বুঝে নিত। কোনও লিখিত বিবৃতির প্রয়োজন হত না।

ততক্ষণে কিচ্চি উড়ে গেছে পাশের নিউ টাউন স্কুলের গার্ডরুমের ছাদের দিকে— সেখানে কেউ টুকরো করে রুটি ছড়িয়ে দিয়েছে। কিচ্চির গন্ধ শোঁকার দক্ষতা তাকে ভুল পথে চালিত করেনি। কিক্কি একটু পরে আকাশে ডানা মেলে। তার মন এখন হালকা। মেঘের ফাঁক গলে রোদ উঠছে ধীরে ধীরে। কিক্কির মনেও যেন এক আলোর রেখা ফুটে উঠেছে।

উড়তে উড়তে সে ভাবে— মানুষের আছে লেখার মতো ভাষা, নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি। আর ওদের আছে প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা, ডানার স্বাধীনতা, অন্তর্দৃষ্টি। একটা পাতার নড়াচড়া বলে দেয় বৃষ্টির পূর্বাভাস, একটা কর্কশ শব্দ বলে দেয় বিপদের সঙ্কেত। কাউকে কিছু লিখে দিতে হয় না। প্রতিটি পায়রা জানে, কখন কোথায় যেতে হবে, কখন আশ্রয় নিতে হবে।

শহর মানুষের হয়ে গেলেও, আকাশটা তো আজও ওদের। এই আকাশেই তারা থাকবে— কিক্কি, কিচ্চি, আর তাদের মতো আরও অগণিত পাখি— নির্বিচারে, নিবিঘ্নে, ডানায় ভর করে।

কিক্কির এই ভাবনা থেকেই সে সাইনবোর্ডটির দিকে এক নতুন দৃষ্টিতে তাকায়। সাইনবোর্ডটি যেন এখন শুধু একটি মানুষের লেখা নির্দেশ নয়, বরং এটি তাদের জীবনেরও এক অংশ হয়ে উঠেছে। এটি তাদের প্রতিদিনের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল, রহস্য উন্মোচন হল আজ। হলুদ কাপড়ের নিচে কী লেখা আছে, তা জানার আকাঙ্ক্ষা তাদের সকালকে একটি নতুন অর্থ দিয়েছিল। এখন যখন লেখাটা স্পষ্ট, তখন তাদের মনে হল, এই সাইনবোর্ডটি যেন তাদের জীবনের একখানা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করল।

কিচ্চি ছাদ থেকে ফিরে এসে সাইনবোর্ডের ওপর বসতেই কিক্কি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলি কিচ্চি, মানুষেরা কত সামান্য কথাকে কত বড় করে তোলে। আমাদের জীবন কত সহজ, তাই না?'

কিচ্চি মাথা নেড়ে সায় দিল। তার চোখ তখন স্কুলের পাশের পার্কের প্রায় শুকিয়ে যাওয়া কৃষ্ণচূড়ায় নতুন গজানো ছোট্ট শাখার দিকে। তার কাছে নতুন জীবন, নতুন ফুল, নতুন খাবার— এসবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাইনবোর্ড তার কাছে শুধু এক উঁচু জায়গা, যেখানে বসে চারপাশের জগৎ দেখতে পায়।

কিন্তু কিক্কির কাছে ব্যাপারটা একটু আলাদা। তার কাছে এই সাইনবোর্ড মানুষের জটিলতার প্রতীক। এখন উন্মোচিত রহস্য আরও গভীর চিন্তার খোরাক। সে ভাবল, আমরা তো উড়েই চলে যেতে পারি। কিন্তু মানুষেরা এই ব্যারিকেড আর সাইনবোর্ডের জালে আটকা পড়ে থাকে।

দিনের আলো বাড়তেই শহর তার স্বাভাবিক রূপ নিয়ে নিল। গাড়ির ভিড়, মানুষের ব্যস্ততা। ব্যারিকেডগুলো তাদের কাজ শুরু করল, আর সাইনবোর্ডটি তার নতুন নির্দেশ নিয়ে স্থির হয়ে রইল। কিক্কি আর কিচ্চি তাদের জায়গাটা থেকে উড়ে গিয়ে পাশের গাছের ডালে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে তারা দেখল, মানুষেরা কীভাবে সেই সাইনবোর্ডের নির্দেশ মেনে তাদের পথ বদলাচ্ছে।

কিক্কির মনে হল, হয়তো তাদের জীবনও এই সাইনবোর্ডটির মতো। প্রকৃতির কোনও এক অদৃশ্য শক্তি তাদের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়—কখন ডানা মেলতে হবে, কখন ফিরতে হবে নীড়ে। কিন্তু মানুষ আর তাদের মধ্যে পার্থক্য হল, মানুষেরা এই নির্দেশ লিখে রাখে, আর তাদের নির্দেশ লেখা থাকে সেই প্রকৃতিরই হৃদয়ে।

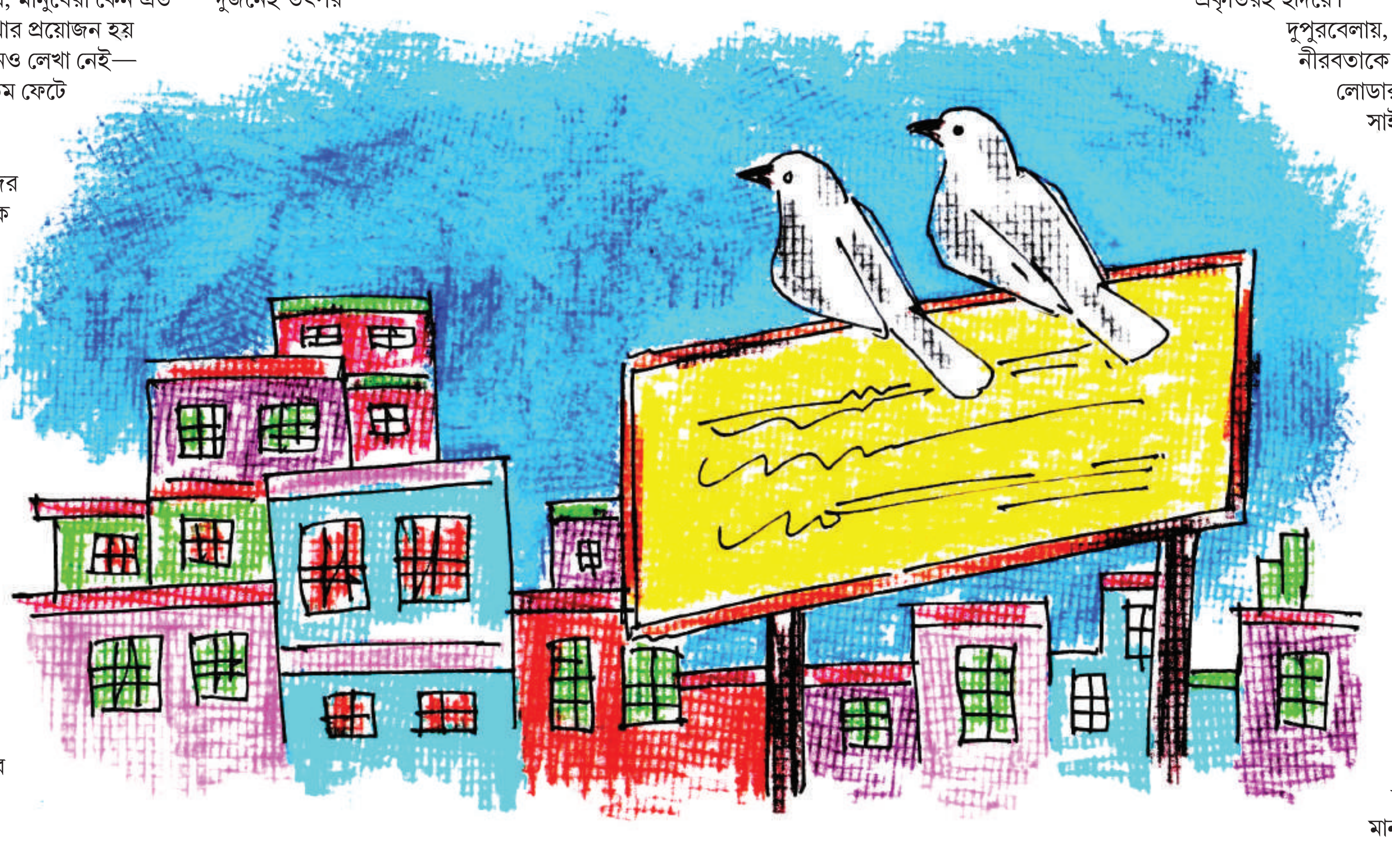

দুপুরবেলায়, রাস্তার কাজের গর্জন শহরের নীরবতাকে ছিঁড়ে ফেলছে, হঠাৎ এক ভারী লোডার সোজা গিয়ে ধাক্কা মারল সেই সাইনবোর্ডের বাঁ পাশে। আঘাতটা খুব বড় না হলেও সাইনবোর্ড হেলে পড়ল একপাশে— শব্দের তলার পাতলা পাতগুলো সামান্য বেঁকে গেল, ফলকের নিচের কোণে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটা বাতাসে দুলতে লাগল অস্থিরভাবে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কিক্কি ও কিচ্চি দু'জনেই যেন এক অজানা ধাক্কায় কেঁপে উঠল।

সাইনবোর্ড আর মানুষের বস্তু মনে হল না— বরং যেন কোনও জীবন্ত স্মৃতি, ভাষায় নয়, অনুভবে গাঁথা। কিক্কি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকল! কিচ্চির চোখে জল জমেনি, ডানার নড়াচড়া থেমে গেল কিছু সময়ের জন্য।

শেষ পর্যন্ত, সাইনবোর্ডটা শুধু রাস্তা তৈরির ঘোষণা হয়ে রইল না, বরং হয়ে উঠল মানুষের আর পাখির যৌথ জীবনযাত্রার এক নীরব সাক্ষী। কিক্কি আর কিচ্চি প্রতিদিন সকালে হয়তো সেই দোমড়ানো সাইনবোর্ডের দিকে তাকাবে, কিন্তু তারা জানে, তার রহস্য আর তাদের কাছে অজানা নয়। এ তাদের জীবনের অংশ— যেখানে এক নতুন সকালের জন্ম হয়, এক নতুন দিনের সূচনা হয়। তাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের জটিলতার মধ্যেও তাদের নিজস্ব সরলতা কত মূল্যবান। এই সাইনবোর্ড, যা একদিন মানুষের তৈরি এক বাধা ছিল, তা আজ কিক্কি আর কিচ্চির কাছে জীবনের এক গভীর দর্শন।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com